তরজমা ও তাফসীর

কানযুল ঈমান
ও
খাযাইনুল ইরফান

মূল

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত

শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

ও

সদরুল আফাযিল মাওলানা

সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

(রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অনুবাদক

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

[দ্বিতীয় খণ্ড]

كَنْزُالْإِيْمَان وَ خَزَائِنُ الْعِرْفَان

তরজমা-ই-ক্বোরআন

কান্যুল ঈমান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফ্সীর (হাশিয়া)

খাযাইনুল ইরফান

কৃত

সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়
গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স
চট্টগ্রাম

কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

নিরীক্ষণ	○	ওস্‌তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্‌ তাফসীর **অধ্যক্ষ আলহাজ্‌ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন** (মাদ্দাযিল্লুহু আলী)
সহযোগিতায়	○	**পাণ্ডুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিডিং** মাওলানা এ, এ, জা'মেউল আখ্‌তার আশরাফী আলহাজ্‌ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকূব মুহাম্মদ ফিরোজ আলম মুহাম্মদ দিদারুল আলম ক্বাযী মুহাম্মদ আবুল ফোরক্বান হাশেমী আবূ সাঈদ মুহাম্মদ য়ূসুফ জীলানী
	○	**আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ** হাফেয ক্বাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী
প্রকাশকাল (প্রথম প্রকাশ)	○	১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন
প্রচ্ছদ	○	আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার কম্পোজ	○	মুহাম্মদ নূরুল আজিম মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
কেতাবত	○	মুহাম্মদ আমানুল্লাহ্‌
মুদ্রণ	○	নিও কনসেপ্ট লিমিটেড ৭, সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা মুমিন রোড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগের ঠিকানা	○	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স হক মার্কেট, বহদ্দার হাট, ডাকঘর-চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
হাদিয়া	○	টাকা ২০০ মাত্র UAE Dhs 45 Only US$ 15 Only

KANZUL IMAN O KHAZAINUL IRFAN

By A'La Hazarat, Imam-e-Ahle Sunnat Moulana Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi (Rahmatullahi Allaihi) and Sadrul Afazil Moulana Sayyed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi (Rahmatullahi Allaihi)

Translated into Bengali by Al-haj Moulana Muhammad Abdul Mannan

Published by Gulshan-e-Habib Islamic Complex, Chittagong, Bangladesh

Office : **GULSHAN-E-HABIB ISLAMIC COMPLEX**
Haque Market, Bahaddar Hat. P. O. Chandgaon, Chittagong, Bangladesh

Price : BTk. 200 Only, UAE Dhs 45 Only, US$ 15 Only

টীকা-২১০. এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুনাফিকগণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়।

টীকা-২১১. যে, তোমরা কি মুনাফিকী থেকে তাওবা করছো, না সেটার উপর অটল থাকছো! কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, ভবিষ্যতে তারা মু'মিনদের সাহায্য করবে। এটাও হতে পারে যে, এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে– আল্লাহ্ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন– তোমরা তোমাদের এ প্রতিশ্রুতিটাও পূরণ করছো কিনা!

টীকা-২১২. নিজেদের এ অভিযান থেকে ফিরে গিয়ে মদীনা তৈয়্যবায়

৯৪. তোমাদের নিকট অজুহাত বানিয়ে পেশ করবে (২১০) যখন তোমরা তাদের দিকে ফিরে যাবে। আপনি বলুন, 'অজুহাত বানিয়ে পেশ করোনা, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করবোনা। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং এখন আল্লাহ্ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন (২১১)। অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করছিলে।'

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫. এখন তোমাদের সামনে আল্লাহ্র শপথ করবে, যখন (২১২) তোমরা তাদের দিকে ফিরে যাবে এ কারণে যে, তোমরা তাদের চিন্তা-ভাবনায় থাকবেনা (২১৩)। তবে হাঁ, তোমরা তাদের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দাও (২১৪)। তারা তো নিরেট অপবিত্র (২১৫) এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; ফলস্বরূপ সেটারই, যা তারা উপার্জন করতো (২১৬)।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তোমাদের সামনে শপথসমূহ করছে যেন তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও; সুতরাং যদি তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে যাও (২১৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তো ফাসিক লোকদের প্রতি তুষ্ট হবেন না (২১৮)।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. মরুবাসীগণ (২১৯) কুফর ও মুনাফিকীর মধ্যে কঠোরতর (২২০) এবং এরই উপযোগী যে, আল্লাহ্ যেই নির্দেশ আপন রসূলের উপর

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ

টীকা-২১৩. এবং তাদের প্রতি দোষারোপ ও তিরস্কার করোনা।

টীকা-২১৪. এবং তাদেরকে পাশ কেটে চলো। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এর অর্থ হলো– 'তাদের সাথে বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার করো।' সুতরাং যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন হুযূর (দঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা মুনাফিকদের সাথে উঠা-বসা না করেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা না বলেন। কেননা, তাদের অন্তর অপবিত্র এবং কার্যকলাপ মন্দ। আর দোষারোপ ও তিরস্কারের ফলে তাদের সংশোধন হবেনা। এ কারণে যে,

টীকা-২১৫. এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়ার কোন উপায় নেই

টীকা-২১৬. দুনিয়াতে অসৎ কার্যকলাপ।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেছেন, "এ আয়াত জুদ্ ইবনে ক্বায়স ও মা'তাব ইবনে ক্বোশায়র এবং তাদের সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা আশি জন মুনাফিক ছিলো।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তাদের নিকট বসবেনা ও তাদের সাথে কথা বলবে না।" হযরত মুক্বাতিল বলেছেন, " এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে শপথ করে বলেছিলো যে, এখন থেকে সে আর কখনো জিহাদে যাবার বেলায় অলসতা করবেনা। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ এবং এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-২১৭. এবং তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নাও, তবে তাতে তাদের কোন উপকার হবেনা। কেননা, তোমরা যদি তাদের শপথের প্রতি গুরুত্বও দাও,

টীকা-২১৮. এ জন্য যে, তিনি তাদের অন্তরের কুফর ও মুনাফিকী সম্পর্কে জানেন।

টীকা-২১৯. অর্থাৎ জঙ্গলে বসবাসকারীগণ

টীকা-২২০. কেননা, তারা জ্ঞানের সভা-সমিতি ও জ্ঞানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকে

টীকা-২২১. কেননা, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তো করেনা; বরং লোক দেখানোর জন্য ও মুসলমানদের ভয়েই ব্যয় করে থাকে

টীকা-২২২. এবং তারা এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, মুসলমানদের শক্তি কখন হ্রাস পাচ্ছে এবং কখন তাঁরা পরাজিত হচ্ছে। তাদের তো খবর নেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পর্কে। তা বলে দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২২৩. এবং তারাই দুঃখ-দুর্দশা ও দুরবস্থার শিকার হবে;

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আসাদ, গাতফান ও তামীম গোত্রসমূহের অশিক্ষিত লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে যাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কথা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। (খাযিন)

টীকা-২২৪. মুজাহিদ বলেছেন যে, এসব লোক 'মুযায়নাহ্'গোত্রের উপগোত্র 'মুক্বাররান-এরই। কালবী বলেছেন, তারা ছিলো 'আসলাম', 'গিফার' ও 'জুহায়নাহ্' গোত্রগুলোর লোক। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তারা ক্বোরাঈশ ও আনসার, জুহায়নাহ্ ও মুযায়নাহ্, আসলাম ও শোজা' এবং গিফার নামক গোত্রগুলোর আযাদকৃত ক্রীতদাস। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত তাদের অন্য কোন প্রভু নেই।

টীকা-২২৫. অর্থাৎ যখন তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে সাদক্বাহ নিয়ে আসতো, তখন হুযূর তাদের জন্য কল্যাণ, বরকত ও মাগফিরাতের দো'আ করতেন। এটাই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এটাই ফাতিহা-খানির উৎস যে, সাদক্বার সাথে মাগফিরাতের দো'আ করা হয়। সুতরাং ফাতিহাকে বিদ'আত কিংবা অবৈধ বলা ক্বোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী।

টীকা-২২৬. ঐসব হযরত, যাঁরা উভয় ক্বিবলার দিকে নামায আদায় করেছেন, অথবা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরা, কিংবা যাঁরা 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণ করেছেন।

টীকা-২২৭. প্রথম আক্বাবাহ্‌র বায়'আত-এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। আর দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সংখ্যায় বার জন ছিলেন এবং তৃতীয় বায়'আত-ই-আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সত্তরজন সাহাবী ছিলেন। তাঁদেরকে আনসার সাহাবীদের অগ্রণী বলা হয়। (খাযিন)

অবতীর্ণ করেন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮. এবং কিছু সংখ্যক মরুবাসী হচ্ছে তারাই, যারা যা কিছু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাকে অর্থদণ্ড বলে মনে করে (২২১) এবং তোমাদের উপর ভাগ্য-বিপর্যয় আসার প্রতীক্ষায় থাকে (২২২); এবং তাদের উপরই রয়েছে মন্দ ভাগ্য-চক্র (২২৩); এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯. এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে (২২৪) এবং যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যসমূহ এবং রসূলের নিকট দো'আসমূহ লাভ করার উপায় মনে করে (২২৫)। হাঁ হাঁ, তা তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ অতি সত্বর তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

রুকূ' - তের

১০০. এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির (২২৬) ও আনসার (২২৭) এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে (২২৮), আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (২২৯) এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট (২৩০); এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

টীকা-২২৮. কথিত আছে যে, 'তারা' বলতে অবশিষ্ট 'মুহাজির' ও 'আনসার' সাহাবীগণকে বুঝায়। সুতরাং তখন সমস্ত সাহাবীই এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'অনুসারীগণ' দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐসব ঈমানদারের কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁরা ঈমান, আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনসার ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করেন।

টীকা-২২৯. তাঁর নিকট তাদের সৎকর্ম গৃহীত।

টীকা-২৩০. তাঁর সাওয়াব ও দানের উপর সন্তুষ্ট।

টীকা-২৩১. অর্থাৎ মদীনা তৈয়্যবার আশে-পাশে

টীকা-২৩২. এর অর্থ হয়ত এই যে, এমনভাবে জানা, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তারা অবহিত হবে, তা হচ্ছে 'আমার জানা যে, আমি তাদেরকে শাস্তি দেবো।

অথবা, এ যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জানার অস্বীকৃতি পূর্বেকার বিবেচনায়ই। হুযূরকে এর জ্ঞান পরে দান করা হয়েছে। যেমন, অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ অর্থাৎ- "অবশ্যই আপনি তাদেরকে কথার সুরেই চিনতে পারবেন।" (জুমাল)

কালবী ও সুদ্দী বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন খোৎবার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে একেক জনের নাম ধরে এরশাদ করেছিলেন, "বের হয়ে যাও, হে অমুক! তুমি মুনাফিক। বের হয়ে যাও, হে অমুক! তুমি মুনাফিক!" তখন কয়েকজন লোককে মসজিদ থেকে অপমানিত করে বের করে দিয়েছিলেন। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, হুযূরকে (দঃ) পরে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

টীকা-২৩৩. একবারতো দুনিয়ার মধ্যে লাঞ্ছনা ও হত্যা দ্বারা আর দ্বিতীয়বার কবরের মধ্যে।

টীকা-২৩৪. অর্থাৎ দোযখের আযাবের দিকে, যা'তে তারা সর্বদা বন্দী থাকবে।

টীকা-২৩৫. এবং তারা অন্যান্যদের মত মিথ্যা অজুহাত পেশ করেনি এবং আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে।

اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۣ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

১০১. এবং তোমাদের আশপাশ (২৩১)-এর কিছু সংখ্যক মরুবাসী মুনাফিক এবং কিছুসংখ্যক মদীনাবাসী; তাদের স্বভাবই হয়ে গেছে মুনাফিকী। আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে জানি (২৩২)। অতি সত্বর আমি তাদেরকে দু'বার (২৩৩) শাস্তি দেবো। অতঃপর মহা শাস্তির দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে (২৩৪)।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ

১০২. এবং অপর কতেক লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুনাহসমূহ স্বীকার করেছে (২৩৫) এবং মিশ্রিত করেছে- একটা কাজ ভালো (২৩৬) এবং অপরটা মন্দ (২৩৭)।

শানে নুযূলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মদীনা তৈয়্যবার মুসলমানদের একটা দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। এরপরে লজ্জিত হয়েছে এবং তাওবা করেছে। আর বলেছে, "হায় আফসোস! আমরা পথভ্রষ্টদের সাথে অথবা স্ত্রীলোকদের সাথেই রয়ে গেলাম। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জিহাদরত রয়েছেন।" যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন অভিযান থেকে ফিরে আসলেন এবং মদীনা শরীফের নিকটে এসে পৌঁছলেন তখন ঐসব লোক শপথ করেছিলো, "আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেবো এবং কখনো খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই খুলে দেবেন না।" এই শপথ করে তাঁরা মসজিদ শরীফের স্তম্ভগুলোর সাথে নিজেদেরকে বেঁধে নিয়েছিলো। যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন ও তাঁদেরকে দেখলেন, তখন এরশাদ ফরমালেন, "এরা কারা?" আরয করা হলো, "এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে মদীনা শরীফেই অবস্থান করেছিলো। তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুলবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে নিজেই খুলে দেবেন না।"

হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "আমিও আল্লাহর শপথ করছি, আমি তাদেরকে না খুলে দেবো, না তাদের অজুহাত গ্রহণ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না।"

তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে খুলে দিলেন। তখন তাঁরা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! এ সম্পদই আমাদের বসে থাকার কারণ হয়েছে। এ গুলো আপনি গ্রহণ করুন! আর সাদ্‌ক্বাহ্ করে দিন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে দিন ও আমাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন।"

হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমাকে তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।"এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ (অর্থাৎ তাদের সম্পদ থেকে নিন!)

টীকা-২৩৬. এখানে সৎকর্ম দ্বারা হয়ত 'অপরাধ স্বীকার করা' ও 'তাওবা করা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা এবার জিহাদে না গিয়ে পেছনে বসে থাকার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা, কিংবা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও পরহেয্‌গারীর সমস্ত কর্মের কথা বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াত শরীফ সমস্ত মুসলমানের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

টীকা-২৩৭. এটা দ্বারা জিহাদে না গিয়ে বসে থাকার কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩৮. আয়াতের মধ্যে যেই সাদ্‌ক্বাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। যথাঃ-

এক) এটা ওয়াজিব সাদ্‌ক্বাহ্‌ ছিলোনা। কাফ্‌ফারা স্বরূপ ঐসব সাহাবী তা দিয়েছিলেন, যাঁদের কথা উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে।

দুই) এ সাদ্‌ক্বাহ্‌ দ্বারা ঐ যাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাদের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিলো। তারা তাওবা করেছে এবং যাকাত আদায় করতে চেয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবূ বকর রাযী জাস্‌সাস এ অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আয়াতে বর্ণিত 'সাদ্‌ক্বাহ্‌' মানে 'যাকাত'। (খাযিন ও আহকামুল ক্বোরআন)

মাদারিকের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, সুন্নাত হচ্ছে এ যে, সাদক্বাহ্‌ গ্রহীতা সাদ্‌ক্বাহ্‌দাতার জন্য দো'আ করবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবুদুল্লাহ্‌ ইবনে আবী আওফা থেকে হাদীস বর্ণিত, যখন কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট সাদক্বাহ্‌ নিয়ে আসতো তখন তিনি তার জন্য দো'আ করতেন। আমার পিতা সাদ্‌ক্বাহ্‌ নিয়ে হাযির হলে হুযূর (দঃ) দো'আ করলেন- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى অর্থাৎ- "হে আল্লাহ্‌! আবূ আওফার উপর তোমার রহমত বর্ষণ করো।"

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফাতিহা'র মধ্যে সাদক্বাহ্‌ গ্রহীতারা সাদক্বাহ্‌ পেয়ে যেই দো'আ করে তা ক্বোরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

টীকা-২৩৯. এতে তাওবাকারীদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের তাওবা ও তাদের সাদক্বাহ্‌সমূহ গ্রহণযোগ্য। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যেসব লোক এখনো পর্যন্ত তাওবা করেনি, এ আয়াতে তাদেরকে তাওবা ও সাদ্‌ক্বাহ্‌ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

টীকা-২৪০. যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসেছিলো এমন লোকদের থেকে;

টীকা-২৪১. যারা যুদ্ধে না গিয়ে বসে থাকে; অর্থাৎ যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি, তারা তিন ধরণের লোক ছিলোঃ-

এক) মুনাফিকগণ, যারা মুনাফিকীতে অভ্যস্ত ছিলো।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

এ কথা নিকটে যে, আল্লাহ্‌ তাদের তাওবা কবূল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১০৩. হে মাহবূব! তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য মঙ্গলের দো'আ করুন (২৩৮)। নিশ্চয় আপনার দো'আ তাদের অন্তরসমূহের শান্তি এবং আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. তাদের কি খবর নেই যে, আল্লাহ্‌ই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং সাদক্বাহ্‌সমূহ নিজেই স্বীয় কুদরতের হাতে গ্রহণ করেন; এবং এ'যে, আল্লাহ্‌ তাওবা গ্রহণকারী, দয়ালু (২৩৯)।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৫. এবং আপনি বলুন, 'কাজ করো। এখন তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানগণ। আর অবিলম্বে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবই জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১০৬. এবং কিছু লোককে (২৪০) স্থগিত রাখা হয়েছে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতীক্ষায়- তিনি হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবূল করবেন (২৪১); এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا

১০৭. এবং ঐসব লোক, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে (২৪২)

দুই) ঐসব লোক, যারা অপরাধ স্বীকার ও তাওবা করার ক্ষেত্রে ত্বরা করেনি; যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন) ঐসব লোক, যারা প্রতীক্ষায় ছিলো। তড়াতাড়ি তাওবা করেনি। এ আয়াতে এদের কথাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৪২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত একদল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'মসজিদ-ই-ক্বোবা'-এর ক্ষতি সাধন ও সেটার জমা'আতে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেটার নিকটেই একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলো। এ কাজের মধ্যে তাদের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিলো। তা হলো এই যে, আবূ আমের, যে অন্ধকার যুগে খৃষ্টান ধর্ম-যাজক হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ আনয়ন করার পর হুযূরকে বলতে লাগলো, "এটা কোন্‌ দ্বীন যা আপনি নিয়ে এসেছেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি দ্বীন-ই-হানীফিয়্যাহ্‌', ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম-এর দ্বীন নিয়ে এসেছি।" সে বলতে লাগলো, "আমি উক্ত দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" হুযূর এরশাদ ফরামালেন, "না"। সে বললো, "আপনি

...র সাথে আরো কিছু সংযোজন করেছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "না। আমি বিশুদ্ধ ও নির্মল ধর্মই নিয়ে এসেছি।" আবূ আমের বললো, "আমাদের ... যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ তাকে সফরের মধ্যে একাকী ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস করুন!" হুযূর (দঃ) ফরমালেন, "আমীন!" লোকেরা তার নাম রাখলো- আবূ আমের ফাসিক্ব'।

...দের যুদ্ধের দিন আবূ আমের ফাসিক্ব হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললো, "যেখানেই আমি এমন কোন সম্প্রদায় পাই, যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথী হয়েই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" সুতরাং হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে তাই করতে থাকে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো।

যখন 'হাওয়াযিন' গোত্র পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ার দিকে পলায়ন করলো। অতঃপর সে মুনাফিকদেরকে খবর প্রেরণ করলো, "তোমরা যুদ্ধ-সামগ্রী যা সংগ্রহ করতে পারো, শক্তি ও অস্ত্র-সস্ত্র সবই সঞ্চয় করো এবং আমার জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করো। আমি রোমের বাদশাহ্‌র নিকট যাচ্ছি। সেখান থেকে রোমান সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে আসবো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বের করবো।"

এ সংবাদ পেয়ে ঐসব লোক (মুনাফিকরা) 'মসজিদ-ই-দিরার' (ক্ষতির মসজিদ) নির্মাণ করলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলো, "এ মসজিদ আমরা সুবিধার জন্য নির্মাণ করেছি। যে সব লোক বৃদ্ধ ও দুর্বল, তারা এখানে বিনা কষ্টে নামায আদায় করে নিতে পারবে। আপনি একবার মাত্র নামায সেটাতে আদায় করে নিন। আর বরকতের জন্য দো'আ করে দিন!"

হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এখন তো আমি তাবূকের অভিযানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি ও বের হয়ে যাচ্ছি। ফিরে আসার পর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকলে সেখানে নামায পড়ে নেবো।"

সূরা ঃ ৯ তাওবা ৩৭৫ পারা ঃ ১১

ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ

ক্ষতি সাধনের জন্য (২৪৩) কুফরের কারণে (২৪৪) এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (২৪৫) এবং তারই প্রতীক্ষায়, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধী (২৪৬); এবং তারা অবশ্যই বহু শপথ করবে, 'আমরাতো কল্যাণই চেয়েছি।' এবং আল্লাহ্ (এ মর্মে) সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।

১০৮. ঐ মসজিদের মধ্যে আপনি কখনো দাঁড়াবেন না (২৪৭); নিশ্চয় ঐ মসজিদ, যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেযগারীর উপর রাখা হয়েছে (২৪৮), তা এরই উপযুক্ত যে,

মানযিল - ২

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র নিকট একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন মুনাফিকগণ হুযূরের দরবারে আবেদন করলো যেন তিনি (দঃ) তাদের মসজিদের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের কু-উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যেন উক্ত মসজিদে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে দেন এবং জ্বালিয়ে দেন। সুতরাং অনুরূপই করা হলো। অপরদিকে, আবূ আমের রাহেব (ফাসিক্ব) সিরিয়ায় সফররত অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

টীকা-২৪৩. ক্বোবা-মসজিদের মুসল্লীদের,

টীকা-২৪৪. যে, তারা সেখানে খোদা ও রসূলের সাথে কুফর করবে এবং মুনাফিক্বীকে জোরদার করবে

টীকা-২৪৫. যারা ক্বোবা-মসজিদে নামায আদায় করার জন্য একত্রিত হন

টীকা-২৪৬. অর্থাৎ আবূ আমের রাহেব (ধর্ম-যাজক)।

টীকা-২৪৭. এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'মসজিদ-ই-দিরার'-এর মধ্যে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ যে মসজিদ অহংকার, লোক দেখানো এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা অপবিত্র সম্পদ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে, তা 'মসজিদ-ই-দিরার'-এরই শামিল। (মাদারিক)

টীকা-২৪৮. এটা দ্বারা 'মসজিদ-ই-ক্বোবা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যেটার ভিত্তি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রেখেছিলেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (দঃ) ক্বোবায় অবস্থান করেন, তাতেই নামায পড়েছেন।

বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সপ্তাহে মসজিদ-ই-ক্বোবায় তশরীফ নিয়ে যেতেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, মসজিদ-ই-ক্বোবায় নামায পড়ার সাওয়াব ওমরাহ্‌র সমান।

তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এও হয়েছে যে, তা দ্বারা 'মসজিদ-ই-মদীনা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গেও হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

এ দু'টি অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন সংঘাত নেই। কেননা, আয়াত শরীফ মসজিদ-ই-ক্বোবায় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ায় এ কথা জরুরী হয়না যে, মদীনা শরীফের মসজিদে উক্ত সব গুণাবলী নেই।

টীকা-২৪৯. সমস্ত অপবিত্রতা থেকে অথবা পাপ থেকে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মসজিদ-ই-ক্বোবাবাসীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বলেছিলেন, ''হে আনসারি দল! মহামহিম আল্লাহ্ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা ওযূ ও ইস্তিন্জার ★ সময় কি আমল করো?" তাঁরা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম) আমরা 'বড় ইস্তিন্‌জা' তিনটা ঢিলা দ্বারা করি। অতঃপর আবার আমরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করি।"

মাস্‌আলাঃ অপবিত্রতা যদি নির্গমন স্থল থেকে আশে পাশে অতিক্রম করে, তবে পানি দ্বারা 'ইস্তিন্‌জা' করা ওয়াজিব; নতুবা মুস্তাহাব।

মাস্‌আলাঃ 'ঢিলা' দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা সুন্নাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা নিয়মিত ভাবে করতেন। কখনো কখনো তা পরিহারও করেছেন। (বরং শুধু পানিই ব্যবহার করতেন।)

تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ
اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

আপনি তাতে দাঁড়াবেন এবং সেটার মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে, যারা খুব পবিত্র হতে চায় (২৪৯) এবং পবিত্র লোকেরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ
عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ
جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. তবে কি যে ব্যক্তি স্বীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর (২৫০) সে-ই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি, যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে এক গভীর গর্তের কিনারায় (২৫১), ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়েছে (২৫২)? এবং আল্লাহ্ যালিমদেরকে পথ দেখান না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ
قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾ ع

১১০. ঐ ঘর যার ভিত্তি তারা নির্মাণ করেছে, তা তাদের অন্তরসমূহে (দুঃখ) খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে (২৫৩); কিন্তু এ যে, তাদের অন্তর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে (২৫৪); এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' - চৌদ্দ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ
وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন এ বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে (২৫৫)। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে

টীকা-২৫০. যেমন 'ক্বোবা-মসজিদ' ও 'মদীনা মসজিদ'।

টীকা-২৫১. যেমন 'মসজিদ-ই-দিরার' -বাসীগণ।

টীকা-২৫২. এর অর্থ হচ্ছে এ যে, 'যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের ভিত্তি তাক্বওয়া ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মজবুত সমতল ভূমির উপর স্থাপন করেছে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি যে আপন দ্বীনের ভিত্তি বাতিল ও নিফাক্বের (কপটতা) গভীর খাদের উপর স্থাপন করেছে?'

টীকা-২৫৩. এবং সেটা ধ্বসে পড়ার দুঃখ থেকে যাবে;

টীকা-২৫৪. হয়ত নিহত হয়ে কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অথবা কবরের মধ্যে কিংবা জাহান্নামে। অর্থ এ যে, তাদের অন্তর সমূহের দুঃখ ও ক্রোধ আমৃত্যুই স্থায়ী হবে।

কবি বলেনঃ-

بمیر تا برہی اے حسود کیں رنجیست
کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست

অর্থাৎ: "হে হিংসুক! তুমি মরে যাও! তবেইতো তুমি মুক্তি পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় রেহাই পেতে পারো না।"

আর এ অর্থও হতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর নিজেদের অপরাধের লজ্জা ও অনুশোচনা দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হয় এবং তারা নিষ্ঠার সাথে তাওবা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ দুঃখ ও অনুতাপের মধ্যে থাকবে। (মাদারিক)

টীকা-২৫৫. আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে জান্নাত লাভকারী ঈমানদারদের একটা উপমা, যা দ্বারা পরিপূর্ণ দয়া ও বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, বিশ্ব প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাত দান করাকেই তাদের জীবন ও সম্পদের 'বিনিময়' সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজেই নিজেকে 'ক্রেতা' বলেছেন। এটা পূর্ণ সম্মান বৃদ্ধিরই শামিল যে, তিনি আমাদের 'ক্রেতা' হয়েছেন। আর আমাদের নিকট থেকে ক্রয় করছেন কোন্ বস্তু? যা আমাদের তৈরী করা বস্তুও নয়, না আমাদের সৃষ্ট। তা যদি প্রাণই হয় তবুও তা'তো তাঁরই সৃষ্ট; যদি সম্পদ হয়, তবে তা'তো তাঁরই প্রদত্ত।

শানে নুযূলঃ যখন 'আনসার' রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে আক্বাবাহ্-রাতে বায়'আত গ্রহণ করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপন প্রতিপালকের জন্য এবং নিজের জন্য কিছু শর্ত

★ পায়খানা ও প্রস্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা।

নির্দ্ধারণ করুন, যা আপনি চান।" তিনি এরশাদ ফরমান, "আমি আমার প্রতিপালকের জন্য তো এ শর্তই নির্দ্ধারণ করছি যে, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো এবং কাউকেও তাঁর সাথে শরীক করোনা। আর নিজের জন্য এ যে, যে সব বস্তু থেকে তোমরা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করো ও সংরক্ষণ করো, তা আমার জন্যও পছন্দ করোনা।" তাঁরা আরয করলেন, "এমন করলে আমরা কি পাবো?" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "জান্নাত।"

টীকা-২৫৬. আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে

টীকা-২৫৭. আল্লাহ্‌র পথে।

টীকা-২৫৮. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত শরীয়ত ও ধর্মের মধ্যেই জিহাদের নির্দেশ ছিলো।

টীকা-২৫৯. সমস্ত গুনাহ্ থেকে,

টীকা-২৬০. আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাগণ, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদত করে এবং ইবাদতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য বলে জানে।

টীকা-২৬১. যারা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে।

টীকা-২৬২. অর্থাৎ নামাযসমূহের পাবন্দ এবং সেগুলো অতি সুন্দরভাবে সম্পন্নকারী।

টীকা-২৬৩. এবং তাঁরই বিধানাবলী পালনকারী। এসব লোক জান্নাতী।

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

অতঃপর তারা হত্যা করবে (২৫৬) এবং নিহত হবে (২৫৭)। তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে সত্য প্রতিশ্রুতি- তাওরীত, ইঞ্জীল এবং ক্বোরআনে (২৫৮); এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ উদ্‌যাপন করো আপন ব্যবসার জন্য, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো এবং এটাই মহা সাফল্য।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. তাওবাকারীগণ (২৫৯), ইবাদতকারীগণ (২৬০), প্রশংসাকারীগণ (২৬১), রোযা পালনকারীগণ, রুকূ'কারীগণ, সাজদাকারীগণ (২৬২), সৎকাজের নির্দেশ দাতাগণ, অসৎকাজে নিষেধকারীগণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারীগণ (২৬৩); এবং সুসংবাদ শুনাও মুসলমানদেরকে (২৬৪)।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ

১১৩. নবী ও মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদিও হয় তারা আত্মীয়-স্বজন (২৬৫) যখন

টীকা-২৬৪. যে, তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-২৬৫. শানে নুযূলঃ এ আয়াত অবতরণের পটভূমিকায় তাফসীরকারক গণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ-

এক) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবূ তালেবকে বলেছিলেন, "আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হয়।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করে নিষেধ করেদিলেন।

দুই) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। অতঃপর তিনি আমাকে (তজ্জন্য) অনুমতি দেননি এবং আমার উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ . . . .

আমার মতে, ★ শানে নুযূলের এ (শেষোক্ত) অভিমতটা শুদ্ধ নয়। কারণ, এ হাদীস হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী হাকিমের উপর নির্ভর করে 'মীযান' নামক কিতাবে সেটাকে শুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু 'মুখতাসারুল মুস্তাদরাক' নামক কিতাবের মধ্যে ইমাম যাহাবী এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। আরো বলেছেন যে, আইয়ূব ইবনে হানীকে (জনৈক বর্ণনাকারী) হাফেয ইবনে মুঈন 'দুর্বল' বলেছেন। তাছাড়া, এ হাদীস বোখারী শরীফের হাদীসেরও পরিপন্থী, যার মধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হিসেবে তাঁর (দঃ) আম্মাজানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কথ বলা হয়নি; বরং বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আবূ তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রসঙ্গে এ হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য হাদীস শরীফগুলো, যেগুলো এ বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে ইমাম তাবরানী, ইবনে সা'আদ এবং ইবনে শাহীন প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সে সবই দুর্বল। ইবনে সা'আদ 'তাবক্বাত' নামক কিতাবের মধ্যে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর সেটাকে ভুল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর 'মুহাদ্দিসকুলের সনদ' ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় পুস্তিকা 'আত্ তা'যীম ওয়াল মান্নাত'-এর মধ্যে এ বিষয়বস্তুর সমস্ত হাদীসকে 'মা'লূল (معلول) ★★ বলেছেন। সুতরাং এ কারণটা আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে,

★ সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

★★ اَلْمَعْلُوْلُ مَا فِيْهِ عِلَّةٌ غَامِضَةٌ قَادِحَةٌ فِي الصِّحَّةِ অর্থাৎ 'মা'লূল' (معلول) হচ্ছে- এমন হাদীস, যার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম কারণ বিদ্যমান যেটা হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য ক্ষতিকর।

এ প্রসঙ্গে বহু প্রমাণও মওজুদ আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহা সম্মানিতা আম্মাজান ছিলেন আল্লাহ্‌র 'তাওহীদ' বা একত্বে বিশ্বাসী এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের ধর্মাবলম্বী।

তিন) কোন কোন সাহাবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁদের পিতৃপুরুষদের জন্য দো'আ করার দরখাস্ত করেছিলেন। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৬৬. শির্কের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ আযর।

টীকা-২৬৮. এটা দ্বারা হয়ত ঐ প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) আযরের সাথে করেছিলেন। আর তা হচ্ছে- "আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তোমার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো।" অথবা ঐ প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা আযর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের সাথে ইসলাম গ্রহণ করার মর্মে করেছিলো।

শানে নুযূলঃ হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাযিল হলো- سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ (আমি তোমার ক্ষমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করবো।) তখন আমি শুনতে পেলাম, "এক ব্যক্তি আপন মাতাপিতার জন্য মাগফিরাত কামনা করছে, অথচ তারা উভয়ই মুশরিক ছিলো।" তখন আমি বললাম, "তুমি কি মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছো?" সে বললো, "হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম কি আযরের জন্য দো'আ করেন নি? সেও তো (আযর) মুশরিক ছিলো।"

এ ঘটনা আমি হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর আযরের জন্য মাগফিরাত কামনা করা (তার) ইসলাম গ্রহণের আশায় ছিলো; যার ওয়াদা আযর তাঁকে (হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালামকে) দিয়েছিলো। আর তিনিও আযরের সাথে মাগফিরাত কামনার ওয়াদা করেছিলেন। যখন তাঁর আশা আর বাকী রহলোনা তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন।

টীকা-২৬৯. এবং মাগফিরাত কামনা করা ছেড়ে দিলেন।

সূরা ঃ ৯ তাওবা	৩৭৮	পারা ঃ ১১

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

তাদের সামনে সুস্পষ্ট হলো যে, ঐসব লোক জাহান্নামী (২৬৬)।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. এবং ইব্রাহীমের আপন পিতার (২৬৭) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা'তো ছিলোনা, কিন্তু একটা ওয়াদার কারণে, যা সে তার সাথে করেছিলো (২৬৮)। অতঃপর যখন ইব্রাহীমের নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন (২৬৯)। নিশ্চয়, ইব্রাহীম অতি ক্রন্দনকারী (২৭০), সহনশীল।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং আল্লাহ্‌র জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন (২৭১) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেবেন না কোন্ বস্তু থেকে তাদেরকে বাঁচতে হবে (২৭২)। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর আল্লাহ্ ব্যতীত না তোমাদের অভিভাবক আছে এবং না আছে সাহায্যকারী।

মানযিল - ২

টীকা-২৭০. অধিক প্রার্থনাকারী ও বিনয়ী,

টীকা-২৭১. অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্টতার নির্দেশ দেবেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবেন! (অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন করেন না।)

টীকা-২৭২. অর্থ এ যে, যে জিনিষ নিষিদ্ধ এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, সেটার কারণে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাদেরকে পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিষিদ্ধ হবার সুস্পষ্ট বিবরণ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে না আসে। সুতরাং নিষেধ আসার পূর্বে উক্ত কাজ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। (মাদারিক ও খাযিন)

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে বস্তুর পক্ষে শরীয়তের নিষেধ না থাকে, সেটা জায়েয (বৈধ)।

শানে নুযূলঃ যখন মু'মিনদের, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, তখন তাদের মনে এ সংশয় সৃষ্টি হলো, "আমরা ইতিপূর্বে যেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছি তজ্জন্য কখনো জবাবদিহি করতে হবে কিনা!" এ আয়াতে তাঁদেরকে শান্তনা দেয়া হলো। আর বলে দেয়া হলো যে, নিষেধের বিবরণ আসার পর সেটার উপর আমল করলে তজ্জন্যই জবাবদিহি করতে হয়।

টীকা-২৭৩. অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে, যেটাকে 'সংকটময় যুদ্ধ'ও বলা হয়। এ যুদ্ধে অভাব-অনটন ও সংকটের অবস্থা এ ছিলো যে, প্রতি দশজনের জন্য বহন ছিলো একটা মাত্র উট। তাঁরা পালাক্রমে সেটার উপর আরোহণ করে চলতেন। আর খাদ্যের স্বল্পতার এ অবস্থা ছিলো যে, একেকটা খেজুরের উপর কয়েকজন লোক কালাতিপাত করতেন। তা এভাবে যে, প্রত্যেকে তা চুষে নিয়ে এক চুমুক পানি পান করে নিতেন। পানিও অতি অল্প ছিলো। গরমও ছিলো অসহনীয়। পিপাসার জোর; অথচ পানি ছিলো দুর্লভ। এমনি অবস্থায় সাহাবা কেরাম স্বীয় সততা, দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে হুযূর (দঃ)-এর জন্য আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে অবিচলিত থাকেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর দরবারে দো'আ করুন!" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "তোমাদের কি এটাই কাম্য?" আরয করলেন, "জ্বি-হাঁ।" তখন হুযূর (দঃ) বরকতময় দু'হাত তুলে দো'আ করলেন। এখনি হাত মুবারক উঠালেন মাত্র। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করলেন। বৃষ্টি হলো। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তৃপ্ত হলেন। সৈন্যগণ নিজেদের পাত্রগুলোতেও পানি ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর যখন আরো সম্মুখে অগ্রসর হলেন তখন দেখলেন, ভূতল শুষ্ক। মেঘমালা সৈন্যবাহিনীর এলাকার বাইরে বৃষ্টিপাতই করেনি। সেটা শুধু এ সৈন্যদলেরই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১১৭. নিশ্চয়, আল্লাহ্‌র রহমতসমূহ ধাবিত হলো এ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা এবং ঐ মুহাজিরগণ ও আনসারের প্রতি, যাঁরা সংকটকালে তাঁর সাথে ছিলো (২৭৩) এর পরে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো (২৭৪); অতঃপর তাদের প্রতি রহমত সহকারে দৃষ্টিপাত করেন (২৭৫)। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮. এবং সেই তিন জনের প্রতি, যাদেরকে মওকূফ রাখা হয়েছিলো (২৭৬) এ পর্যন্ত যে, যখন পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো (২৭৭) এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিলো (২৭৮) আর তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অন্যত্র আশ্রয়স্থল নেই, কিন্তু (আছে) তাঁরই নিকট। অতঃপর (২৭৯) তাদের তাওবা কবূল করেন যেন তারা তাওবাকারী হয়ে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

রুকূ' – পনর

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো (২৮০) এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো (২৮১)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

টীকা-২৭৪. এবং তারা যেন এ কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে পৃথক হওয়াকেই পছন্দ করবে!

টীকা-২৭৫. এবং তাঁরা ধৈর্যশীল ও অটল থাকেন। আর তাঁদের নিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে এবং যে সংশয় তাঁদের অন্তরে জেগেছিলো তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

টীকা-২৭৬. তাওবা গ্রহণ করা থেকে, যাঁদের উল্লেখ আয়াত– وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ-এর মধ্যে করা হয়েছে এবং সেই তিনজন সাহাবী হলেন- ১) কা'আব ইবনে মালিক, ২) হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং ৩) মুরারাহ্ ইবনে রাবী'। তাঁরা সবই আনসারী ছিলেন। রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাবূক থেকে ফিরে এসে তাঁদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আর এরশাদ করলেন, "অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কোন ফয়সালা না করেন।" আর মুসলমানদেরকে তাঁদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এমন কি, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এমনি মনে হতো যেন তাদেরকে কেউ চিনেও না এবং তাঁদের সাথে যেন কারো কোন পরিচয়ই নেই। এমতাবস্থায়, তাঁদের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিলো।

টীকা-২৭৭. এবং তাঁরা এমন কোন স্থান পাননি, যেখানে তাঁরা একটা মাত্র মুহূর্তের জন্য শান্তি ও স্বস্তি পেতেন। সবসময় দুঃখ, মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা ভোগ করছিলেন

টীকা-২৭৮. অসহনীয় দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে। না ছিলো কোন সঙ্গী, যার সাথে কথা বলতে পারতেন; না ছিলো কোন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি, যাকে মনের ব্যথার অবস্থা শুনাতে পারতেন। ছিলো শুধু ভয় ও নির্জনতা। আর অহরহ কান্নাকাটি।

টীকা-২৭৯. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হলেন এবং

টীকা-২৮০. আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা বর্জন করো

টীকা-২৮১. যাঁরা সত্যিকারের ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নিষ্ঠার সাথে সত্যায়ন করেন। সা'ঈদ

ইবনে জুবায়রের অভিমত হচ্ছে– 'সাদেক্বীন' (সত্যবাদীগণ) দ্বারা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর বলেন, (সত্যবাদীগণ হলেন) 'মুহাজিরগণ'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "ঐসব লোক, যাদের নিয়তসমূহ অটল থাকে, অন্তর ও আমলসমূহ সর- সঠিক এবং (যাঁরা) নিষ্ঠার সাথে তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।"

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'ইজমা' (ইমামদের ঐকমত্য)-ও শরীয়তের দলীল। কেননা, সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা দ্বারা তাঁদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়।

টীকা-২৮২. এখানে 'মদীনাবাসীগণ' দ্বারা মদীনা তৈয়্যবার মধ্যে বসবাসকারীদের কথাই বুঝানো হয়েছে– চাই তাঁরা মুহাজির হোক, কিংবা আন্সার।

টীকা-২৮৩. এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেনা

টীকা-২৮৪. বরং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যেন কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে হুযূরের (দঃ) সঙ্গ ত্যাগ না করে এবং সংকটময় ক্ষেত্রে তাঁরই জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে।

১২০. মদীনাবাসী (২৮২) এবং তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত ছিলোনা যে, আল্লাহর রসূল থেকে পেছনে বসে থাকবে (২৮৩) এবং না এও যে, তাঁর জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে (২৮৪)। এটা এ জন্য যে, তাদেরকে যেই পিপাসা অথবা কষ্ট কিংবা ক্ষুধা আল্লাহ্‌র পথে স্পর্শ করে এবং যেখানে তারা এমন স্থানে পা রাখে (২৮৫), যা কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং যা কিছু কোন শত্রুর ক্ষতি করে (২৮৬) এসব কিছুর পরিবর্তে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় (২৮৭); নিশ্চয়, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. এবং তারা যা কিছু ব্যয় করে ক্ষুদ্র (২৮৮) অথবা বৃহৎ (২৮৯) এবং যেই প্রণালী (প্রান্তর)-ই অতিক্রম করে, সবই তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজসমূহের পুরস্কার প্রদান করেন (২৯০)।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. এবং মুসলমানদের থেকে এটাতো হতেই পারে না যে, সবই একসাথে বের হবে (২৯১); সুতরাং কেন এমন হলোনা যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে (২৯২) একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো (২৯৩);

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ

টীকা-২৮৫. এবং কাফিরদের ভূমি নিজেদের ঘোড়ার পদখুর দ্বারা দলিত করে,

টীকা-২৮৬. বন্দী করে অথবা হত্যা করে অথবা পরাস্ত করে–

টীকা-২৮৭. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ইচ্ছা করে তার উঠাবসা, চলাফেরা, নড়াচড়া ও অনড় থাকা– সবই সৎকর্ম; আল্লাহ্‌র দরবারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা-২৮৮. অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ, যেমন একটা খেজুর

টীকা-২৮৯. যেমন হযরত ওসমান গণি, রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, 'অভাব-অনটন ও সংকটময় যুদ্ধে' (তাবূকের যুদ্ধ) ব্যয় করেছিলেন।

টীকা-২৯০. এ আয়াত থেকে জিহাদের ফযীলত এবং সেটা সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হওয়াই প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-২৯১. এবং একেবারে স্বীয় মাতৃ-ভূমি শূন্য করে দেবে;

টীকা-২৯২. একটা দল মাতৃভূমিতে থাকবে এবং

টীকা-২৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা গোত্র থেকে লোকেরা দলে দলে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির হতো এবং তারা হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করতো, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতো, নিজেদের জন্য বিধানাবলী জিজ্ঞাসা করতো, হুযূর তাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন। আর নামায, যাকাত ইত্যাদির শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাদের গোত্রের জন্য নিয়োগ করতেন। যখন ঐসব লোক তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতো তখন ঘোষণা করে দিতো-"যে ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত।" আর মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতো ও দ্বীনের বিরোধিতা থেকে সতর্ক করতো। শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাদের মাতাপিতাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিতো। তাছাড়া, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দ্বীনের সমস্ত জরুরী জ্ঞানও শিক্ষা দিতেন।

এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মু'জিযাই যে, তিনিএকেবারে অশিক্ষিত লোকদেরকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীনের বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী ও গোত্রের পথ-প্রদর্শক বানিয়ে দিতেন।

আয়াত থেকে কতিপয় মাস্‌আলা জানা যায়ঃ-

মাস্‌আলাঃ 'ইলমে দ্বীন' (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন করা ফরয। যা কিছু বান্দার উপর 'ফরয' ও 'ওয়াজিব' (একান্ত অপরিহার্য) এবং যা কিছু তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা 'ফরয-ই-আইন'। আর তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জন করা 'ফরয-ই-কিফায়া'।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" ইমাম শাফে'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "জ্ঞানার্জন করা নফল ইবাদত' অপেক্ষা উত্তম।"

মাস্‌আলাঃ জ্ঞানার্জন করার জন্য সফর করার নির্দেশ হাদীস শরীফেই রয়েছে- "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার জন্য পথ চলতে আরম্ভ করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।" (তিরমিযী শরীফ)

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে (২৯৪)।

রুকূ' - ষোল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে ঈমানদারগণ! জিহাদ করো ঐসব কাফিরের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী (২৯৫); এবং উচিত যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়; এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ পরহেয্‌গারদের সাথে আছেন (২৯৬)।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে থাকে, 'তা তোমাদের মধ্যে কার ঈমানে উন্নতি প্রদান করলো (২৯৭)?' সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমানদার তাদেরই ঈমানকে তা উন্নতি প্রদান করেছে এবং তারা খুশী উদ্‌যাপন করছে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (২৯৮), তাদের মধ্যে কলুষতার উপর আরো কলুষতা বৃদ্ধি করছে (২৯৯); এবং তারা কুফরের অবস্থারই উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তারা (৩০০) কি অনুধাবন করছেনা যে, প্রতি বছরই এক অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হচ্ছে (৩০১)? অতঃপর তারা না তাওবা করছে, না উপদেশ গ্রহণ করছে।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ

১২৭. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (৩০২), 'কেউ তোমাদেরকে লক্ষ্য করছেনা তো?' (৩০৩)

মাস্‌আলাঃ 'ফিক্‌হ' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের মধ্যে 'ফিক্‌হ্‌বিদ' (ধর্মীয় জ্ঞানী) করেন। আমি হলাম বন্টনকারী আর আল্লাহ্‌ তা'আলা দাতা।" (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে (আরো) বর্ণিত আছে, একজন ফক্বীহ (ফিক্‌হ্‌বিদ) শয়তানের উপর হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা অধিক কঠোর। (তিরমিযী)

'ফিক্‌হ' দ্বীনের বিধান'বলীর জ্ঞানকেই বলা হয়। ফক্বীহদের পারিভাষিক 'ফিক্‌হ' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটাই এর বিশুদ্ধ প্রয়োগক্ষেত্র। ★

টীকা-২৯৪. আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে; দ্বীনের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে।

টীকা-২৯৫. সমস্ত কাফিরের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব– নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু নিকটবর্তীদের সাথে সর্বাগ্রে; অতঃপর যারা তাদের সাথে সংলগ্ন; এমনিভাবে, স্তরক্রমে।

টীকা-২৯৬. তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

টীকা-২৯৭. অর্থাৎ মুনাফিকগণ পরস্পর ঠাট্টার সুরে এমন মন্তব্য করতো। তাদের খণ্ডনে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৯৮. সন্দেহ ও মুনাফিক্বীর।

টীকা-২৯৯. অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ অবতীর্ণ হয়েছিলো সেটুকু অস্বীকার করার শাস্তিতে গ্রেফতার ছিলো; এখন আরো যা অবতীর্ণ হলো সেটাকে অস্বীকার করার মতো অন্যায় কাজে রত রয়েছে।

টীকা-৩০০. অর্থাৎ মুনাফিকগণ

টীকা-৩০১. রোগসমূহ, বিপদাপদ ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দ্বারা

টীকা-৩০২. এবং বের হয়ে পালিয়ে যাবার জন্য চোখে ইশারা করে আর বলে,

টীকা-৩০৩. যদি লক্ষ্য করছে এমন হতো তবে বসে যেতো, নতুবা বের হয়ে যেতো।

★ অর্থাৎ 'ফিক্‌হ শাস্ত্র'ই এর বিশুদ্ধতম প্রয়োগক্ষেত্র।

টীকা-৩০৪. কুফরের দিকে।

টীকা-৩০৫. সেই কারণে।

টীকা-৩০৬. নিজেদের লাভ ও ক্ষতি বুঝতে পারছেনা।

টীকা-৩০৭. মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবী, ক্বোরাঈশী; যাঁর বংশ-মর্যাদা ও বংশ-পরম্পরা সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে অবগত আছো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ বংশীয় এবং তোমরা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীতি, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা এবং প্রশংসিত চরিত্র সম্পর্কে খুব অবহিত রয়েছো।

আর অপর এক 'ক্বিরআত'-এ أَنْفَسِكُمْ - ' فَ ' তে فتحه (যবর) এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে- 'তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অভিজাত ও উত্তম

এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন অর্থাৎ তাঁর বরকতময় জন্ম (মীলাদ)-এর বিবরণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের হাদীস শরীফ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্মের বিবরণ দণ্ডায়মান হয়ে দিয়েছেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বরকতময় মীলাদ মাহফিলের উৎস ক্বোরআন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয়।

টীকা-৩০৮. এ আয়াতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপন দু'টি নাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সম্মান প্রদান এ 'সরওয়ারে আন্‌ওয়ার' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই প্রতি।

টীকা-৩০৯. অর্থাৎ মুনাফিকগণ ও কাফিরগণ [হে হাবীব (দঃ)!] আপনার উপর ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়।

টীকা-৩১০. হাকিম 'মুস্তাদ্‌রাক'-এ উবাই ইবনে কা'আব থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, لَقَدْ جَآءَكُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াত দু'টি ক্বোরআন করীমের মধ্যে সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। ★

ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

অতঃপর ফিরে যায় (৩০৪)। আল্লাহ্ তাদের অন্তর পাল্টিয়ে দিয়েছেন (৩০৫)। কারণ, তারা বোধশক্তিহীন লোক (৩০৬)।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রসূল (৩০৭), যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু (৩০৮)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩০৯), তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি (৩১০)।'

সূরা য়ূনুস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা য়ূনুস মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১০৯ রুকূ'-১১

রুকূ' - এক

الٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾

১. এ গুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, আমি তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষকে ওহী প্রেরণ করেছি, 'মানুষকে সতর্ক করুন (২)

****

টীকা-১. 'সূরা য়ূনুস' মক্কী, তিনটি আয়াত ব্যতীত- فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ থেকে। এর মধ্যে ১১টি রুকূ', ১০৯টি আয়াত, ১৮৩২টি পদ এবং ৯০৯৯টি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, যখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'রিসালত' দ্বারা ধন্য করলেন আর তিনিও তা প্রকাশ করলেন তখন আরবের লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করলো এবং

★ 'সূরা তাওবা' সমাপ্ত।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বললো, "আল্লাহ্ এর বহু ঊর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে 'রসূল' করবেন।" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩. কাফিরগণ প্রথমে তো কোন মানুষের পক্ষে রসূল হওয়াকে বিস্ময়কর ও অস্বীকারযোগ্য স্থির করলো। অতঃপর যখন হুযূর (দঃ)-এর মু'জিযাদি দেখলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলো যে, এ গুলো মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে, তখন তাঁকে যাদুকর বললো। তাদের এ দাবী তো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু তাতেও হুযূর (দঃ)-এর পূর্ণতা এবং তাদের অক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

টীকা-৪. অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতের কার্যাদি প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে ব্যবস্থা করেন।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্যের মর্যাদা রয়েছে।' কাফিরগণ বললো, 'নিশ্চয় এ'তো এক সুস্পষ্ট যাদুকর (৩)।'

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (সমাসীন হন) যেমনই তাঁর মর্যাদার উপযোগী হয়, কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন (৪)। কোন সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তাঁরই অনুমতি লাভ করার পর (৫)। ইনিই হন আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক (৬); সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা ধ্যান করছোনা?

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

৪. তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৭); আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয় তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর বিলীন হবার পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন; এ জন্য যে, ঐসব লোককে, যারা ঈমান এনেছে এবং সত্য কাজ করেছে, ন্যায়ের সাথে পুরস্কার দেবেন (৮); এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে পান করার নিমিত্ত অত্যুষ্ণ পানি এবং বেদনাদায়ক শাস্তি, পরিণাম স্বরূপ তাদের কুফরের।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

৫. তিনিই হন, যিনি সূর্যকে ঝকমককারী করেছেন এবং চন্দ্রকে (করেছেন) জ্যোতির্ময়। আর সেটার জন্য 'মানযিলসমূহ' নির্দিষ্ট করেছেন (৯), যাতে তোমরা বছরসমূহের গণনা ও (১০) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ্ সেটা সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু সত্য সহকারে (১১)। তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (১২)।

টীকা-৫. এর মধ্যে মূর্তি-পূজারীদের এ উক্তির খণ্ডন রয়েছে- 'মূর্তি তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে।' তাদেরকে বলা হয়েছে যে, সুপারিশ অনুমতি প্রাপ্তগণ ব্যতীত কেউ করতে পারবে না। আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ শুধু তাঁর মাকবূল বান্দাগণই হবেন।

টীকা-৬. যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং সমস্ত কার্যের ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যতীত অন্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই। একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

টীকা-৭. ক্বিয়ামত-দিবসে; এবং এটাই হচ্ছে-

টীকা-৮. এ আয়াতের মধ্যে হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের বিবরণ ও অস্বীকারকারীদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, সংযোজিত অঙ্গগুলোকে সৃষ্টি করেন এবং সজ্জিত করেন। সুতরাং মৃত্যু সহকারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেগুলোকে পুনরায় সংযোজিত করা এবং সৃষ্ট মানুষকে অস্তিত্বহীন হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা আর ঐ প্রাণ, যা উক্ত শরীরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেটাকে সেই শরীর সুবিন্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় ঐ শরীরে সংযুক্ত করে দেয়া তাঁর শক্তি বহির্ভূত হওয়ার কি যুক্তি আছে? আর এ পুনরায় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া অর্থাৎ অনুগতকে সাওয়াব এবং অবাধ্যকে শাস্তি দেয়াই।

টীকা-৯. আঠাশ 'মান্‌যিল' (তিথি); যেগুলো বারটা 'বুরূজ' (بروج) বা কক্ষপথে বিভক্ত। প্রত্যেক 'বুরূজ' বা কক্ষপথ (برج)-এর জন্য ২$\frac{১}{৩}$ 'মান্‌যিল' (তিথি) রয়েছে। চন্দ্র প্রত্যেক রাতে একটা 'মান্‌যিল' বা তিথিতে অবস্থান করে। আর মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবে দু'রাত, নতুবা এক রাত গোপন থাকে।

টীকা-১০. মাস, দিন এবং ঘন্টাসমূহে।

টীকা-১১. যা'তে তা দ্বারা তাঁরই কুদরত ও তাঁরই একত্ববাদের পক্ষে দলীলসমূহ প্রকাশ পায়।

টীকা-১২. যেন তারা সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে উপকার লাভ করে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُونَ ﴿٦﴾

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তিত হতে থাকা এবং যা কিছু আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ভীতিসম্পন্নদের জন্য।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾

৭. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (১৩) এবং পার্থিব জীবনকেই পছন্দ করে বসেছে এবং সেটাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে (১৪), আর ঐসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ রয়েছে (১৫);

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

৮. সেসব লোকের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰنِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন (১৬); তাদের নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে নি'মাতের বাগানসমূহে।

دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের প্রার্থনা তাতে এ-ই হবে, 'হে আল্লাহ্! তোমারই পবিত্রতা (১৭)।' এবং সাক্ষাতের সময় আনন্দের প্রথম কথা হবে 'সালাম' (১৮); এবং তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে এ'যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৯)।

রুকূ' - দুই

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

১১. এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের উপর অমঙ্গল এমনই তাড়াতাড়ি প্রেরণ করতেন যেমন তারা তাদের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চায়, তবে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণই হয়ে যেতো (২০)।

টীকা-১৩. ক্বিয়ামতের দিনে; এবং সাওয়াব ও শাস্তির কথা স্বীকার করেনা।

টীকা-১৪. এবং এ নশ্বরকে অবিনশ্বরের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, আর জীবন সেটার তালাশের মধ্যে অতিবাহিত করেছে।

টীকা-১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, এখানে 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ও ক্বোরআন শরীফ বুঝানো হয়েছে। আর 'গাফিলতি করা' দ্বারা সেগুলো থেকে 'মুখ ফিরিয়ে নেয়া' বুঝানো উদ্দেশ্যে।

টীকা-১৬. জান্নাতসমূহের দিকে;

হযরত ক্বাতাদাহ্‌র অভিমত হচ্ছে- মু'মিন যখন আপন কবর থেকে বের হবে, তখন তার কৃতকর্ম খুব সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে এসে যাবে। ঐ ব্যক্তি বলবে, "তুমি কে?" সেটা বলবে, "আমি তোমার কৃতকর্ম।" আর তার জন্য নূর হবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। কাফিরের মামলা হবে এর বিপরীত। আর কৃতকর্ম কুৎসিৎ অবয়বে তার সামনে প্রকাশ পাবে। তাকে জাহান্নামের মধ্যে পৌঁছাবে।

টীকা-১৭. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা (তাস্‌বীহ), প্রশংসা (তাহমীদ) ও মহত্ব (তাক্বদীস) বর্ণনায় মগ্ন থাকবে। আর তাঁর যিক্‌রের মাধ্যমে তাদের খুশী ও আনন্দ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বাদ লাভ হবে। (সুব্‌হানাল্লাহ্)

টীকা-১৮. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে অভিবাদন ও সম্মান 'সালাম' দ্বারাই জানাবেন। অথবা ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদেরকে অভিবাদন স্বরূপ 'সালাম' আরয করবেন। অথবা ফিরিশতারা মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তাঁদের নিকট 'সালাম' নিয়ে আসবেন।

টীকা-১৯. তাঁদের কথোপকথনের প্রারম্ভ আল্লাহ্‌র মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমেই হবে। আর কথাবার্তার সমাপ্তিও তাঁর 'হামদ' ও 'সানা' (প্রশংসা বাক্য) দ্বারাই হবে।

টীকা-২০. অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অমঙ্গল কামনাকে, যেমন তারা ক্রোধের সময় নিজেদের জন্য এবং নিজেদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের প্রসঙ্গে করে থাকে আর বলে, "আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। খোদা, আমাদেরকে ধ্বংস করুন এবং বরবাদ করুন!" আর এমন সব বাক্য নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনদের বেলায়ও বলে ফেলে। যেমন- হিন্দী ভাষায় এ ধরণের অমঙ্গল কামনাকে 'কুস্‌না' (کوسنا) বলা হয়, এমনই তাড়াতাড়ি কবূল করে নিতেন, যেমন তাড়াতাড়ি তারা মঙ্গল কামনা কবূল হবার ক্ষেত্রে চায়, তবে ঐসব লোকের পরিসমাপ্তিই ঘটে থাকতো। আর তারা কবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন করুণায় মঙ্গল কামনা পূরণ করাকেই ত্বরান্বিত করেন; অমঙ্গল কামনা পূরণে তা করেন না। এটা তাঁরই দয়া।

শানে নুযূলঃ নযর ইবনে হারিস বলেছিলো, "হে প্রতিপালক! এ দ্বীন-ইসলাম যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করতেন, যেমনি তাদের জন্য সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি পার্থিব কল্যাণ দানে তাড়াতাড়ি করেছেন, তবে তারা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

টীকা-২১. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিই এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করিনা।

টীকা-২২. এখানে 'মানুষ' শব্দ দ্বারা কাফির বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩. সর্বাবস্থায়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনায় মগ্ন থাকে।

টীকা-২৪. নিজেদের প্রথম নিয়ম মোতাবেক এবং সেই কুফরের পন্থা অবলম্বন করে; আর কষ্টের সময় ভুলে যায়।

টীকা-২৫. অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑪

সুতরাং আমি ছেড়ে দিই তাদেরকেই যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখেনা, যেন তারা স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে (২১)।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫

১২. এবং যখন মানুষকে (২২) দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকে– শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে (২৩)। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করে দিই তখন এমনিভাবে চলে যায় (২৪) যেন কখনো কোন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার কারণে আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে সীমা লংঘনকারীদেরকে (২৫) তাদের কৃতকর্মকে (২৬)।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬

১৩. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে বহু মানব-গোষ্ঠীকে (২৭) ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো (২৮) এবং তাদের রসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট দলীলাদি নিয়ে আসেন (২৯); এবং তারা এমন ছিলোইনা যে, ঈমান আনবে। আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি অপরাধীদেরকে।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭

১৪. অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি যেন দেখি তোমরা কিরূপ কাজ করো (৩০)।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ

১৫. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ (৩১) পাঠ করা হয়, তখন তারা বলতে থাকে, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (৩২), 'এটা ব্যতীত অন্য একটা ক্বোরআন নিয়ে আসুন (৩৩) অথবা সেটাকে বদলিয়ে ফেলুন (৩৪)।

টীকা-২৬. উদ্দেশ্য এ যে, মানুষ দুঃখ-কষ্টের সময় খুব ধৈর্য্যহীন হয় এবং শান্তির সময় হয় অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন দাঁড়িয়ে, শুয়ে ও বসে সর্বাবস্থায়ই প্রার্থনা করে। আর যখন আল্লাহ্ দুঃখ দূরীভূত করে দেন, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং আপন পূর্বাবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ অবস্থা হচ্ছে গাফিলদের। বিবেকবান মু'মিনদের অবস্থা তার বিপরীত। তাঁরা বালা ও মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করেন। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুঃখ ও আনন্দ– সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র দরবারে বিনয় ও কান্নাকাটি করে এবং ফরিয়াদ করে। আরো একটা মর্যাদা তদপেক্ষাও উন্নত, যা মু'মিনদের মধ্যেও খাস বান্দাদেরই অর্জিত– যখনই কোন বালা-মুসীবৎ আসে, তাঁরা তখন সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেন, খোদায়ী ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং সর্বাবস্থায়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

টীকা-২৭. অর্থাৎ উম্মতগণ।

টীকা-২৮. এবং কুফরের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে

টীকা-২৯. যেগুলো তাঁদের সত্যতার খুবই স্পষ্ট প্রমাণ ছিলো; কিন্তু তারা মান্য করেনি এবং নবীগণের সত্যায়ন করেনি।

টীকা-৩০. যাতে তোমাদের সাথে তোমাদের আমলের উপযোগী মামলা করি।

টীকা-৩১. যেগুলোর মধ্যে আমার একত্ববাদ এবং মূর্তি-পূজার ক্ষতি ও মূর্তি পূজারীদের শাস্তির বর্ণনা রয়েছে,

টীকা-৩২. এবং পরকালে বিশ্বাস করেনা,

টীকা-৩৩. যেটার মধ্যে মূর্তিগুলোর সমালোচনা না থাকে

টীকা-৩৪. শানে নুযূলঃ কাফিরদের একটা দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, "যদি আপনি চান যে, আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসি তবে আপনি এ ক্বোরআন ব্যতীত, অন্য একটা ক্বোরআন নিয়ে আসুন, যেটার মধ্যে 'লাত, 'ওয্যা' ও 'মানাত' ইত্যাদি বোতের প্রতি দোষারোপ এবং সেগুলোর উপাসনা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ না থাকে। আর যদি আল্লাহ্ এমন ক্বোরআন নাযিল না করেন, তবে আপনি নিজের

পক্ষ থেকে একটা রচনা করে নিন অথবা এই ক্বোরআনকে পরিবর্তিত করে (সেটাকে) আমাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী করে দিন। তবেই আমরা ঈমান নিয়ে আসবো।" তাদের এ উক্তি হয়ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্বরূপ ছিলো, অথবা তারা পরীক্ষা-যাচাই করার জন্য তেমনি বলেছিলো যে, যদি তিনি অপর একটা ক্বোরআন রচনা করে নিয়ে আসেন অথবা সেটাকে পরিবর্তিত করে নেন তখন একথাই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, 'ক্বোরআন' আল্লাহ্র বাণী নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যেন এর ঐ জবাব দেন যা আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-৩৫. আমি এ'তে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন ও হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারিনা। এটা আমার বাণী নয়, আল্লাহ্রই বাণী।

টীকা-৩৬. কিংবা তাঁরই কিতাবের বিধি-বিধানকে পরিবর্তিত করি,

আপনি বলুন, 'আমার জন্য শোভা পায়না যে, আমি তা নিজ পক্ষ থেকে বদলিয়ে ফেলবো। আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার প্রতি ওহী করা হয় (৩৫); আমি যদি আপন প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি (৩৬), তবে আমার নিকট মহা দিবসের ভয় রয়েছে (৩৭)।'

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

১৬. আপনি বলুন, 'যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি সেটা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না, না তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন (৩৮)। অতঃপর আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করেছি (৩৯); সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই (৪০)?'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে (৪১) অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; নিঃসন্দেহে, অপরাধীদের মঙ্গল হবেনা।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর (৪২) পূজা করে, যা তাদের না কোন ক্ষতি করে, না উপকার। আর বলে, 'এগুলো হচ্ছে– আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী (৪৩)।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে ঐ কথা বলছো, যা তাঁর জ্ঞানে না আসমানসমূহে আছে, না যমীনের মধ্যে (৪৪)?' তিনি পবিত্র এবং তিনি উর্ধ্বে তাদের শির্ক থেকে।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. এবং মানুষ একই জাতি (উম্মত) ছিলো (৪৫) অতঃপর পরস্পর ভিন্ন হয়েছে; এবং যদি

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۗ وَلَوْ

টীকা-৩৭. এবং অন্য ক্বোরআন রচনা করা মানুষের শক্তির বাইরে এবং সৃষ্টি এ বিষয়ে অক্ষম হওয়া খুবই স্পষ্ট হয়েছে।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ সেটার তেলাওয়াত শুধু আল্লাহ্রই ইচ্ছায়।

টীকা-৩৯. এবং চল্লিশ বছর তোমাদের মধ্যে রয়েছি। এ সময়সীমার মধ্যে আমি তোমাদের নিকট কিছুই আনিনি এবং আমি তোমাদেরকে কিছুই শুনাইনি। তোমরা আমার অবস্থাদি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছো। আমি কারো নিকট একটা অক্ষরও পড়িনি। কোন বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করিনি। অতঃপর আমি এমন এক মহান কিতাব নিয়ে এসেছি, যেটার মুকাবিলায় প্রত্যেক ভাষা-শিল্প সমৃদ্ধ কথাই হীন ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ কিতাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসমূহ রয়েছে। নীতিমালা, উপনীতিমালা এবং কর্ম ও আচরণবিধির বর্ণনা রয়েছে। উত্তম চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। অদৃশ্যের সংবাদসমূহ রয়েছে। সেটার কথা ও ভাষা-শিল্প সমগ্র দেশের কথা ও ভাষা শিল্পীদেরকেও অক্ষম করে দিয়েছে। প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র 'ওহী' ব্যতীত সম্ভবপরই নয়।

টীকা-৪০. যে, এতটুকু বুঝতে পারো যে, এ ক্বোরআন আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে এসেছে, কোন সৃষ্টির সাধ্যের মধ্যে নেই যে, সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে পারে।

টীকা-৪১. তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে

টীকা-৪২. মূর্তি

টীকা-৪৩. অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদিতে। কেননা, পরকাল ও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার কথা তো তারা বিশ্বাসই করেনা।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ সেটার অস্তিত্বই নেই; কেননা, যা কিছু মওজুদ রয়েছে তা অবশ্যই আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-৪৫. একমাত্র দ্বীন-ইসলামের উপর! যেমন, আদম আলায়হিস্ সালামের যুগে কাবীল হাবীলকে হত্যা করার সময় পর্যন্ত হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর বংশধরগণ একই ধর্মের উপর ছিলো। এর পরে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে।

অন্য এক অভিমত এযে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের যমানা পর্যন্ত তারা একই দ্বীনের উপর ছিলো। অতঃপর মতবিরোধ দেখা দিলো। তখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম প্রেরিত হলেন। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর ছিলো। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর যুগ থেকে সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এ পর্যন্ত যে, 'আমর ইবনে লুহাই' দ্বীনকে বিকৃত করেছিলো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা, বিশেষ করে আরবের লোকদের কথা বুঝাবে।

অপর এক অভিমতানুসারে, সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর ছিলো; অর্থাৎ কুফরের উপর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান এনেছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, এর অর্থ এ যে, মানুষ প্রথম সৃষ্টির মধ্যে 'সঠিক পথ' (فطرة سليمة)-এর উপর ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক শিশু তার 'বিশুদ্ধ অবস্থা'র উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে অথবা খৃষ্টান করে ফেলে, কিংবা 'অগ্নিপূজারী' বানায়। আর হাদীসে فطرة দ্বারা فطرة اسلام বা 'দ্বীন-ই-ইসলাম' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৬. এবং প্রত্যেক জাতির জন্য যদি একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা না হতো, অথবা কৃত কার্যাদির প্রতিদান ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না হতো,

টীকা-৪৭. শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা কথার ফয়সালা না হয়ে থাকতো (৪৬), তবে এখানেই তাদের মতভেদসমূহের মীমাংসা তাদের মধ্যে হয়েই যেতো (৪৭)।

لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. এবং তারা বলে, 'তাঁর উপর তাঁরই প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (৪৮)?' আপনি বলুন, 'অদৃশ্য তো আল্লাহ্রই জন্য, এখন তোমরা প্রতীক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

রুকূ' - তিন

২১. এবং যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, কোন দুঃখ-দৈন্যের পর, যা তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো, তখন তারা আমার নিদর্শনসমূহের সাথে প্রতারণা করে (৪৯)।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۚ

টীকা-৪৮. বাতিল সম্প্রদায়ের নিয়ম-রীতি হচ্ছে- যখন তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অকাট্য প্রমাণ স্থির হয় এবং তারা সেটার খণ্ডনে অপারগ হয়ে যায় তখন সেই 'অকাট্য প্রমাণের' উল্লেখ এমনভাবে পরিহার করে যেন সেটা পেশই করা হয়নি। আর একথা বলে বেড়ায়, 'প্রমাণ নিয়ে এসো!' যাতে শ্রোতাগণ এ বিভ্রান্তিতে পড়ে যে, (হয়ত) তাদের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন দলীলই দাঁড় করা হয়নি।'

অনুরূপভাবে, কাফিররা হুযূর (দঃ)-এর মু'জিযাদি এবং বিশেষ করে ক্বোরআন করীম, যা এক 'মহা মুজিযা', এর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে একথা বলতে আরম্ভ করেছে যে, 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি?' যেন কোন মু'জিযাই তারা দেখেনি। আর ক্বোরআন পাককে তারা নিদর্শন বলে গণ্যই করেনা। আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্য তো আল্লাহ্র জন্যই। এখন অপেক্ষা করো! আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।"

তাদের বক্তব্যের জবাব এ যে, এ কথার উপর অকাট্য প্রমাণ স্থির হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ক্বোরআন পাক প্রকাশিত হওয়া অতি মহান মু'জিযাই। কেননা, হুযূর (দঃ) তাদের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেন, তাদের মাঝেই হুযূর প্রতিপালিত হন, হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের সমস্ত সময়টাই তাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তারা খুব ভালরূপে অবহিত আছে যে, তিনি না কোন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, না কোন শিক্ষকের শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন। সরাসরি ক্বোরআন করীম তাঁরই উপর প্রকাশ লাভ করেছে। আর এমনই অনুপম সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব এমনি মর্যাদা সহকারে অবতীর্ণ হওয়া 'ওহী' ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। এটা ক্বোরআন করীমের এক শক্তিশালী প্রমাণ হওয়ারই পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। যখন এমনই এক শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন নবূয়ত (-এর সত্যতা) প্রমাণ করার জন্য অন্য নিদর্শন তালাশ করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। এমতাবস্থায় ঐ নিদর্শন অবতীর্ণ না করা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে- ইচ্ছা করলে করবেন, নতুবা করবেন না। এটা একটা অদৃশ্য বিষয় হলো আর এটার জন্য প্রতীক্ষা করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ্ কী করছেন! কিন্তু ঐ অপ্রয়োজনীয় নিদর্শন, যা কাফিররা তালাশ করেছিলো, অবতীর্ণ করুন কিংবা না-ই করুন- নবূয়ত প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং রিসালতের প্রমাণ অকাট্য দলীলাদি দ্বারা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে।

টীকা-৪৯. মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করলেন; যার মুসীবতে তারা দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করলো। এমন কি তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছলো। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হলো। জমিগুলো শস্য-শ্যামলা হলো। তখন যদিও এ সুখ-দুঃখ উভয়েরই মধ্যে আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাদি ছিলো এবং দুঃখের পর সুখ মহান অনুগ্রহ ছিলো বিধায় সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য ছিলো; কিন্তু সেটার পরিবর্তে

তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং ফ্যাসাদ ও কুফরের দিকেই ফিরে গেলো।

টীকা-৫০. এবং তাঁর শাস্তি আসতে বিলম্ব করেনা।

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۭ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ
مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾

আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায় (৫০)।' নিশ্চয় আমার ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের প্রতারণা লিপিবদ্ধ করছে (৫১)।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ حَتّٰٓي
اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ
طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاۗءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ
وَّجَاۗءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا
اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ ڬ لَىِٕنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে ভ্রমণ করান (৫২); এমনকি তোমরা যখন জাহাজে আরোহী হও এবং সেগুলো (৫৩) অনুকূল বাতাসে তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে এবং তারা তাতে আনন্দিত হলো (৫৪), তখন সেগুলোর উপর ঝড়ের ঝাপটা আসলো এবং চতুর্দিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে ঘিরে বসলো এবং তারা একথা বুঝতে পারলো, 'আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম'; তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে একান্ত তাঁরই নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে (এ বলে), 'যদি তুমি আমাদেরকে এটা থেকে রক্ষা করো, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবো (৫৫)।'

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ
عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ ثُمَّ
اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে পরিত্রাণ দেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সীমাতিক্রম করতে থাকে (৫৬)। হে মানবকুল! তোমাদের সীমাতিক্রম করা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি। পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও! অতঃপর তোমাদেরকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো– যা তোমাদের কৃতকর্ম ছিলো (৫৭)।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۗءٍ اَنْزَلْنٰهُ
مِنَ السَّمَاۗءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ
مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۭ حَتّٰٓي
اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ
اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا
حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۭ

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, যেমন ঐ পানি, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদসমূহ– সবই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হলো, যা কিছু মানুষ ও গবাদি পশু আহার করে (৫৮); শেষ পর্যন্ত, যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করলো (৫৯) এবং খুবই সজ্জিত হলো, আর সেটার মালিকগণ মনে করলো, 'এ গুলো আমাদের আয়ত্বে এসে গেছে (৬০)'; এবং আমার নির্দেশ সেটার প্রতি এসে পড়লো রাতে অথবা দিনে (৬১), তখন আমি সেটাকে এমনভাবে নির্মূল করে দিয়েছি, যেন তা গতকাল ছিলোই না (৬২)।

টীকা-৫১. এবং তোমাদের গোপন ষড়যন্ত্রসমূহ কৃতকর্ম লিখক ফিরিশ্‌তাদের নিকটও গোপন থাকেনি। সুতরাং সর্বজ্ঞাতা ও সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিভাবে গোপন থাকতে পারে?

টীকা-৫২. এবং তোমাদেরকে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করার শক্তি দেন। স্থলে তোমরা পদব্রজে ও যানবাহনে করে দিনের পর দিন পথ অতিক্রম করো। আর সমুদ্রগুলোর বুকে নৌকা ও জাহাজে সফর করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য স্থল ও জল উভয় ক্ষেত্রে ভ্রমণ-উপকরণ প্রদান করেন।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ নৌকা-জাহাজ।

টীকা-৫৪. যেহেতু বাতাস অনুকূলে আছে; কিন্তু হঠাৎ করে,

টীকা-৫৫. তোমার অনুগ্রহগুলোর, তোমার উপর ঈমান এনে এবং একমাত্র তোমারই ইবাদত করে।

টীকা-৫৬. এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত হয়।

টীকা-৫৭. এবং তোমাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৫৮. শষ্য, ফলমূল ও শাক-সব্জি;

টীকা-৫৯. ফল ও ফুলে ভরে গেলো, শষ্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো

টীকা-৬০. অর্থাৎ ক্ষেতগুলো তৈরী হয়ে গেছে, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে এমনই সময়ে–

টীকা-৬১. অর্থাৎ হঠাৎ করে আমার শাস্তি এসে পড়েছে– চাই বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের আকারে হোক, অথবা শিলা বৃষ্টি বর্ষণ কিংবা ঝড়ের আকারে হোক।

টীকা-৬২. এটা ঐসব লোকের অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত, যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এবং পরকালের তাদের কোন তোয়াক্কাই নেই। এ'তে অতি মর্মস্পর্শী পন্থায় একথা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়েছে যে, পার্থিব জীবন আশা-আকাঙ্খাদির সবুজবাগ মাত্র। এর মধ্যেই জীবন শেষ করে যখন মানুষ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে, যেখানে সে তার প্রত্যাশিত বস্তু পাবার আশা পোষণ করে, আর সে সাফল্য লাভের নেশায় মত্ত হয়, ঠিক তখনই তার মৃত্যু ঘটে যায় এবং সে সমস্ত নি'মাত ও পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন, "দুনিয়াকামী ব্যক্তি যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন তার উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসে। আর তার সমস্ত সহায়-সম্বল, যেগুলোর সঙ্গে তার বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা জড়িত ছিলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।"

টীকা-৬৩. যাতে তারা উপকার লাভ করে এবং অন্ধকাররাশি, সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি পায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়।

টীকা-৬৪. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বর্ণনা করার পর চিরস্থায়ী আবাসের দিকে আহ্বান করেন;

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন, 'শান্তির আবাস' হচ্ছে- 'জান্নাত।' এটা আল্লাহ্‌র পূর্ণতম দয়া ও বদান্যতা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতের প্রতি আহ্বান করেছেন।

টীকা-৬৫. সোজা পথ হচ্ছে 'দ্বীন-ইসলাম।'

বোখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফিরিশ্‌তাগণ হাযির হলেন। তখন তিনি নিদ্রারত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, "তিনি (দঃ) নিদ্রারত আছেন।" কেউ কেউ বললেন, "তাঁর চোখ মুবারকগুলো নিদ্রারত, (কিন্তু) তাঁর পবিত্র হৃদয় জাগ্রত।" কেউ কেউ বলতে লাগলেন, "তাঁর কোন উদাহরণ বর্ণনা করো।" তখন তাঁরা বললেন, "যেমন কোন ব্যক্তি একটা বাড়ী নির্মাণ করলো। আর সেটার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের নি'মাত তৈরী করলো এবং একজন আহ্বানকারীকে প্রেরণ করলো যেন লোকজনকে আহ্বান করে। (সুতরাং) যে ব্যক্তি সেই আহ্বানকারীর আহবানে সাড়া দিয়েছে এবং এই ঘরে প্রবেশ করেছে সেই উক্ত নি'মাতসমূহ আহার ও পান করেছে। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আনুগত্য করেনি সে না ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করতে পেরেছে, না কিছু খেতে পেরেছে।" অতঃপর তাঁরা বলতে লাগলেন, "এ উদাহরণের একটা সামঞ্জস্য নির্ণয় করো, যাতে বুঝে আসে। সামঞ্জস্য হচ্ছে– এ যে, বাড়ীটা হচ্ছে জান্নাত। আহ্বানকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করেছে। (পক্ষান্তরে,) যে ব্যক্তি তাঁর কথা অমান্য করেছে সে আল্লাহ্‌কেই অমান্য করেছে।

টীকা-৬৬. 'সৎকর্মকারীগণ' দ্বারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল মু'মিন বান্দাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, 'তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।' সেই 'মঙ্গল' দ্বারা 'জান্নাত' বুঝানো হয়েছে এবং 'তদপেক্ষা বেশী' হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র সাক্ষাত।'

সূরা ঃ ১০ য়ূনুস ৩৮৯ পারা ঃ ১১

আমি এভাবেই নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীলদের জন্য (৬৩)।

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. এবং আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন (৬৪); এবং যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন (৬৫)।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. সৎকর্মকারীদের জন্য মঙ্গল রয়েছে এবং তদপেক্ষাও বেশী (৬৬) আর তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবেনা কালিমা ও লাঞ্ছনা (৬৭); তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং যারা মন্দ অর্জন করেছে (৬৮), সুতরাং মন্দের প্রতিফল অনুরূপই (৬৯); এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা ছেয়ে বসবে; তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করার কেউ হবেনা; যেন তাদের চেহারাগুলোকে রাতের টুকরাগুলো দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে (৭০); তারাই দোযখবাসী, তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ ۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

মানযিল - ৩

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, জান্নাতীদের জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাবেন, "তোমরা কি চাও যে, তোমাদের উপর আরো অধিক অনুগ্রহ প্রদান করি।" তাঁরা আরয করবেন, "হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করোনি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাওনি? তুমি কি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দাওনি?" হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন, "অতঃপর পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন আল্লাহ্‌র দীদার তাদের নিকট সমস্ত অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় হবে।" সেহাহ্‌র বহু হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, আয়াতের মধ্যে 'তদপেক্ষা অধিক' দ্বারা আল্লাহ্‌র দর্শন বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬৭. এ কথাটা জান্নাতবাসীদের জন্য।

টীকা-৬৮. অর্থাৎ কুফর এবং অবাধ্যতার পাপে লিপ্ত হয়েছে।

টীকা-৬৯. এমন নয় যে, যেমন সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ অথবা সাতগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি অসৎকর্মের শাস্তিও বৃদ্ধি করা হবে; বরং যে পরিমাণ অসৎকর্ম সম্পাদিত হবে সে পরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-৭০. এই অবস্থা হবে তাদের চেহারা কালো হবার। নাউযুবিল্লাহ্!

২৮. এবং যেদিন আমি তাদের সবাইকে উঠাবো (৭১), অতঃপর মুশরিকদেরকে বলবো, 'স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো– তোমরা ও তোমাদেরকে শরীকগণ (৭২);' সুতরাং আমি তাদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক করে দেবো এবং তাদের শরীকগণ তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদেরকে কখন পূজা করতে (৭৩)?'

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. সুতরাং আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের ব্যাপারে যে, 'আমাদের নিকট তোমাদের পূজা করার খবরই ছিলোনা।'

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যাচাই করে নেবে যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৭৪) এবং (তাদেরকে) আল্লাহ্রই প্রতি ফিরিয়ে আনা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত প্রতিপালক এবং তাদের সমস্ত মনগড়া কথাবার্তা (৭৫) তাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৭৬)।

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

রুকূ' – চার

৩১. আপনি বলুন, 'তোমাদেরকে কে জীবিকা প্রদান করেন আসমান ও যমীন থেকে (৭৭), অথবা কে মালিক কান ও চোখগুলোর (৭৮) এবং কে নির্গত করেন জীবিতকে মৃত থেকে, আর নির্গত করেন মৃতকে জীবিত থেকে (৭৯) এবং কে সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেন? তারা এখন বলবে, 'আল্লাহ্' (৮০)। সুতরাং, আপনি বলুন, 'তবে কেন ভয় করছোনা (৮১)?'

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

৩২. সুতরাং ইনিই আল্লাহ্। তোমাদের সত্য প্রতিপালক (৮২); অতঃপর সত্যের পর কি আছে? কিন্তু (আছে কেবল) পথভ্রষ্টতা (৮৩); অতঃপর কোথায় চালিত হচ্ছো?

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. এমনিভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে আপনার প্রতিপালকের বাণী ফাসিকদের বিরুদ্ধে (৮৪) এবং তারা ঈমান আনবেনা।

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

টীকা-৭১. এবং সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব গ্রহণের স্থানে একত্রিত করবো,

টীকা-৭২. অর্থাৎ সেই বোতগুলো, যেগুলোর তোমরা পূজা করতে।

টীকা-৭৩. ক্বিয়াম- দিবসে একটা মুহূর্ত এমনই কঠিন হবে যে, বোতগুলো নিজেদের পূজারীদের পূজার কথা অস্বীকার করবে। আর আল্লাহ্র শপথ করে বলবে, "আমরা না শুনতাম, না জানতাম, না বুঝতাম যে, তোমরা আমাদের পূজা করছিলে।" তখন মূর্তি-পূজারীরা বলবে, "আল্লাহ্রই শপথ, আমরা তোমাদের পূজা করতাম।" অতঃপর বোতগুলো বলবে–

টীকা-৭৪. অর্থাৎ ঐ স্থানে সবাই জ্ঞাত হয়ে যাবে যে, তারা প্রথমে যে কর্ম করেছিলো তা কেমন ছিলো– ভালো কিনা মন্দ; ক্ষতিকর, না উপকারী।

টীকা-৭৫. বোতগুলোকে খোদার অংশীদার স্থির করা এবং উপাস্য সাব্যস্ত করা

টীকা-৭৬. এবং বাতিল ও অবাস্তব প্রমাণিত হবে।

টীকা-৭৭. আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং জমি থেকে শাক-সব্জি উৎপন্ন করে,

টীকা-৭৮. এবং এ ইন্দ্রিয় শক্তি তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? কে তোমাদেরকে এ আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দান করেছেন? সে গুলোকে কে এতো দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষণ করেন?

টীকা-৭৯. মানুষকে বীর্য থেকে এবং বীর্যকে মানুষ থেকে; পাখীকে ডিম থেকে আর ডিমকে পাখী থেকে; মু'মিনকে কাফির থেকে এবং কাফিরকে মু'মিন থেকে; জ্ঞানীকে মূর্খ থেকে এবং মূর্খকে জ্ঞানী থেকে।

টীকা-৮০. এবং তাঁরই পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা স্বীকার করবে এবং এটা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই থাকবে না।

টীকা-৮১. তাঁরই শাস্তি থেকে; এবং কেন বোতগুলোকে পূজো করছো এবং সেগুলোকে উপাস্য স্থির করছো; অথচ সেগুলো কোন ক্ষমতাই রাখেনা?

টীকা-৮২. যাঁর এমনই পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে;

টীকা-৮৩. অর্থাৎ যখন এমন অকাট্য প্রমাণাদি এবং সন্দেহাতীত দলীলাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের উপযোগী একমাত্র আল্লাহ্ই। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু বাতিল ও ভ্রান্তিই। যখন তোমরা তাঁর ক্ষমতার পরিচয় লাভ করেছো এবং তাঁরই কর্ম-ব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছো, তখন

টীকা-৮৪. যারা কুফরের মধ্যে পরিপক্ক হয়ে গেছে। আর 'প্রতিপালকের বাণী' দ্বারা 'আল্লাহ্র হুকুম' বুঝায় অথবা আল্লাহ্র তা'আলার এ বাণী لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ - আল-আয়াত (অর্থাৎ; আমি অবশ্যই ভর্তি করবো জাহান্নাম)।

টীকা-৮৫. যে গুলোকে, হে মুশরিকগণ! তোমরা উপাস্য স্থির করে থাকো।

টীকা-৮৬. এর জবাব সুস্পষ্ট যে, 'কেউ এমন নেই।' কেননা, মুশরিকরাও জানে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই। সুতরাং হে নবী মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!

টীকা-৮৭. এবং এমন সমুজ্জ্বল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোজা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছো?

টীকা-৮৮. দলীল ও প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল প্রেরণ করে, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে এবং শরীয়তের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট লোকদেরকে বিবেক ও উদ্ভাবনী শক্তি দান করে? এর সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে- 'কেউ নেই'। সুতরাং হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣٤

৩৪. আপনি বলুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে (৮৫) কি কেউ এমনও আছে, যে প্রথমবার সৃষ্টি করে অতঃপর বিলীন হবার পরে পুনর্বার সৃষ্টি করে (৮৬)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌ই প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ধ্বংস হবার পর পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সুতরাং কোথায় উল্টো পথের দিকে ফিরে যাচ্ছো (৮৭)?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٥

৩৫. আপনি বলুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে কি কেউ এমনও আছে, যে সত্যের পথ দেখাবে (৮৮)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌ই সত্যের পথ দেখান। সুতরাং যিনি সত্যের পথ দেখাবেন, তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলা উচিৎ। না তারই, যে নিজেই পথ পায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পথ দেখানো হয় না (৮৯); সুতরাং তোমাদের কী হয়েছে? কিরূপ সিদ্ধান্ত দিচ্ছো?'

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦

৩৬. এবং তাদের (৯০) মধ্যে অধিকাংশই তো চলেনা, কিন্তু অনুমানের উপর (৯১)। নিশ্চয় অনুমান সত্যের (মুকাবিলায়) কোন কাজে আসেনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٧

৩৭. এবং এ ক্বোরআনের ক্ষেত্রে একথা শোভা পায়না যে, সেটাকে কেউ নিজ পক্ষ থেকে রচনা করে নেবে, আল্লাহ্‌র অবতারণ করা ব্যতীত (৯২); হাঁ, সেটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন (৯৩) এবং লওহ-এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে সব কিছুরই বিশদ ব্যাখ্যা; সেটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, (সেটা) প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ

৩৮. তারা কি একথা বলে (৯৪) যে, তারাই ওটাকে রচনা করেছে? আপনি বলুন (৯৫),

টীকা-৮৯. যেমন, তোমাদের বোত্‌গুলো যে, সেগুলো কোথাও যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বহনকারী সেগুলোকে বহন করে নিয়ে না যায়। আর না কোন বস্তুর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে এবং না সত্যের পথ চিনতে পারে, এতদ্ব্যতীত যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে জীবন, বিবেক ও বোধশক্তি দেন। সুতরাং যখন সেগুলোর অক্ষমতার এ অবস্থা, তখন সেগুলো অন্যান্যদেরকে কী পথ প্রদর্শন করতে পারবে? এমন সবকে উপাস্য স্থির করা ও সেগুলোর অনুগত হওয়া কতই বাতিল ও অর্থহীন!

টীকা-৯০. অর্থাৎ মুশরিকদের

টীকা-৯১. যেটার পক্ষে তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই, না সেটার সত্যতার পক্ষে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস আছে। সন্দেহের বেড়াজালে আটকা পড়ে রয়েছে। আর এ ধারণা পোষণ করে যে, 'পূর্ববর্তী লোকেরাও মূর্তি পূজা করতো। সম্ভবতঃ তারাও কিছু তো বুঝতো এমন হবে।'

টীকা-৯২. মক্কার কাফিরগণ এ সন্দেহ করেছিলো যে, ক্বোরআন করীমকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই রচনা করে নিয়েছেন। এ আয়াতের মধ্যে তাদের এ সন্দেহ দূরীভূত করা হয়েছে। কারণ, ক্বোরআন করীম এমন কোন কিতাব নয়, যার সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ করা যেতে পারে। সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে সমগ্র সৃষ্টি-জগতই অক্ষম। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্‌রই নাযিলকৃত কিতাব।

টীকা-৯৩. তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদির

টীকা-৯৪. কাফিররা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে-

টীকা-৯৫. যে, যদি তোমাদের এই অবস্থা হয়, তবে তোমরাও তো আরব, আরবী ভাষা-শিল্পী হবার দাবী করো, দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ এমন নেই, যার কথার বিপরীত বাক্য রচনা করাকে তোমরা অসম্ভব মনে করো। যদি তোমাদের ধারণায় এটা মানুষের বাণী হয়-

টীকা-৯৬. এবং তাদের নিকট থেকে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করো এবং সবাই মিলে ক্বোরআনের মতো একটা মাত্র সূরা রচনা করো।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ ক্বোরআন পাককে বুঝা ও জানা ব্যতীত তারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু এটা পূর্ণমূর্খতা যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত সেটাকে অস্বীকার করা হবে। ক্বোরআন করীম এমনসব জ্ঞান সম্বলিত হওয়া, যেগুলোকে জ্ঞান ও বিবেকের দাবীদাররা আয়ত্ব করতে পারেনা। এটা এ কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকেই প্রকাশ করে। সুতরাং এমন উন্নত জ্ঞান সম্বলিত কিতাবকে মান্য করা উচিৎ ছিলো, অস্বীকার করা নয়।

টীকা-৯৮. অর্থাৎ ঐ শাস্তি যার সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনের মধ্যে সতর্কবাণী এসেছে।

টীকা-৯৯. গোঁড়ামী বশতঃ আপন রসূলগণ (আঃ)-কে এতদ্ব্যতীত যে, তাঁদের মু'জিযাসমূহ ও নিদর্শনাদি দেখে গভীর উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিণাম দর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে;

فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

'সুতরাং সেটার মতো একটা সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাকে পাওয়া যার সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো (৯৬) যদি তোমরা সত্য হও।'

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا
يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বরং সেটাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যার জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারেনি (৯৭) এবং এখনো তারা সেটার পরিণাম দেখেনি (৯৮)। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছিলো (৯৯); সুতরাং দেখো যালিমদের কেমন পরিণাম হয়েছে (১০০)!

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا
يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. এবং তাদের মধ্যে (১০১) কেউ সেটার (১০২) উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে কেউ সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং তোমাদের প্রতিপালক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবে জানেন (১০৩)।

রুকূ' - পাঁচ

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৪১. এবং যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে (১০৪), তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম (১০৫)। তোমাদের আমার কর্মের সাথে সম্পর্ক নেই আর আমার তোমাদের কর্মের সাথে সম্পর্ক নেই (১০৬)।'

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ
تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, যে আপনার প্রতি কান পেতে রাখে (১০৭), তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন যদিও তাদের বিবেক না থাকে (১০৮)?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي
الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং তাদের মধ্যে কেউ আপনার দিকে তাকায় (১০৯)। তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন, যদিও তারা দেখতে না পায়?

টীকা-১০০. এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাঁদের নবীগণ (আঃ)-কে অস্বীকার করে কেমন কেমন শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে! সুতরাং হে নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে অস্বীকারকারীদেরও সেটাকে ভয় করা উচিৎ।

টীকা-১০১. মক্কাবাসীরা

টীকা-১০২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা ক্বোরআন করীম।

টীকা-১০৩. যারা গোঁড়ামী বশতঃ ঈমান আনেনা এবং কুফরের উপর অটল থাকে।

টীকা-১০৪. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং তাদের সৎপথে আসা এবং সত্য ও হিদায়ত গ্রহণ করার আশা বাকী না থাকে

টীকা-১০৫. প্রত্যেকে আপন কৃত কর্মের প্রতিফল পাবে।

টীকা-১০৬. কারো কৃতকর্মের জন্য অন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। যাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে তার কৃতকর্মের কারণেই পাকড়াও করা হবে। এটা বলা তিরস্কার হিসেবেই যে, তোমরা উপদেশ মান্য করো না এবং হিদায়ত গ্রহণ করোনা; সুতরাং সেটার অশুভ পরিণাম তোমাদের উপরই বর্তাবে; এতে অন্য কারো ক্ষতি হবেনা।

টীকা-১০৭. এবং আপনার নিকট থেকে ক্বোরআন পাক ও দ্বীনের বিধানাবলী শুনে; কিন্তু বিদ্বেষ ও শত্রুতা বশতঃ অন্তরে (সেগুলোকে) স্থান দেয় না এবং গ্রহণ করেনা। সুতরাং এ শুনা অনর্থক এবং তারা হিদায়ত দ্বারা উপকৃত না হবার দৃষ্টিকোণ থেকে বধিরদেরই সদৃশ।

টীকা-১০৮. এবং তারা না ইন্দ্রিয় শক্তিগুলাকে কাজে লাগায়, না বিবেককে।

টীকা-১০৯. এবং সত্যতার প্রমাণাদি ও নবূয়তের নিদর্শনাদি দেখে; কিন্তু সত্যায়ন করে না এবং এ ধরণের দেখা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা, উপকার লাভ করেনা। তারা হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত এবং অন্তরের দিক থেকে অন্ধ।

টীকা-১১০. বরং তাদেরকে হিদায়ত এবং সঠিক পথ পাবার সমস্ত উপকরণ দান করেন; আর উজ্জ্বল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেন।

টীকা-১১১. যে, ঐসব প্রমাণাদির মধ্যে গভীর চিন্তা করেনা, আর সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়।

টীকা-১১২. কবরসমূহ থেকে হিসাব গ্রহণ-স্থলের মধ্যে হাযির করার জন্য তো সেই দিনের ভীতি ও আতঙ্কের কারণে এ অবস্থা হবে যে, তারা দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার সময়সীমাকে অতি অল্প মনে করবে এবং এ ধারণা করবে যে,

টীকা-১১৩. এবং এর কারণ এই যে, যেহেতু কাফিরগণ দুনিয়া অর্জনের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনটাই বিনষ্ট করেছে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যা আজ কাজে আসতো, পালন করেনি, সেহেতু তাদের জীবনের সময়টুকু তাদের কাজে আসেনি। এ কারণে তারা সেটাকে অতি স্বল্পকালীন মনে করবে।

টীকা-১১৪. কবর থেকে বের হবার সময় তো একে অপরকে চিনবে, যেমন দুনিয়ার মধ্যে চিনতো। অতঃপর রোজ ক্বিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাদি ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলী দেখে এ পরিচিতি আর বাকী থাকবে না।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেননা-(১১০); হাঁ, মানুষই নিজে নিজের উপর যুলুম করে (১১১)।

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ كَأَن لَّمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيۡنَهُمۡۚ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং যেদিন তাদেরকে উঠাবেন (১১২), যেন তারা পৃথিবীতে ছিলোই না; কিন্তু (ছিলো মাত্র) এ দিনের একটা মুহূর্তকাল (১১৩); পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করবে (১১৪) যে, সম্পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করাকে অস্বীকার করেছে এবং হিদায়তের উপর ছিলোনা (১১৫)।

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمۡ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং যদি (হে হাবীব!) আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই কিছু (১১৬) তা থেকেই, যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (১১৭) অথবা আপনাকে প্রথমেই নিজের নিকট ডেকে নিয়ে আসি (১১৮)– যেকোন অবস্থাতেই তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ সাক্ষী (১১৯) তাদের কার্যাদির উপর।

وَلِكُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولٞۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمۡ قُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রসূল হয়েছেন (১২০); যখন তাদের রসূল তাদের নিকট আসতেন (১২১), তখনই তাদের উপর ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দেয়া হতো (১২২) এবং তাদের উপর যুলুম হতো না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং (তারা) বলে, 'এ প্রতিশ্রুতি কবে (বাস্তবে) আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১২৩)?'

অপর এক অভিমত হচ্ছে যে, ক্বিয়ামত দিবসে প্রতি মুহূর্তে অবস্থাদি পরিবর্তিত হতে থাকবে। কখনো এমন অবস্থা হবে যে, একে অপরকে চিনবে, কখনো এমন হবে যে, চিনবেনা। আর যখন চিনবে তখন বলবে–

টীকা-১১৫. যা তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতো।

টীকা-১১৬. শাস্তি;

টীকা-১১৭. দুনিয়ার মধ্যে, আপনার জীবদ্দশারই মধ্যে, তবে সেটাকে প্রত্যক্ষ করুন।

টীকা-১১৮. তবে, আখিরাতে আপনাকে তাদের শাস্তি দেখাবো। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের অনেক শাস্তি এবং তাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা জীবদ্দশায় দেখাবেন। সুতরাং বদর ইত্যাদির মধ্যে দেখানো হয়েছে। আর যে শাস্তি কাফিরদের জন্য কুফর ও অস্বীকার করার কারণে আখিরাতেই স্থির করেছেন, তা আখিরাতেই দেখাবেন।

টীকা-১১৯. অবহিত; শাস্তি প্রদানকারী

টীকা-১২০. যিনি তাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ঈমানের নির্দেশ দেন।

টীকা-১২১. এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করতেন, তবে কিছু লোক ঈমান আনতো এবং কিছুলোক মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করতো তবে,

টীকা-১২২. যে, রসূলকে এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী'দের মুক্তি দেয়া হতো এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হতো

আয়াতের ব্যাখ্যার অন্য অভিমত হচ্ছে– এর মধ্যে পরকালের বিবরণ রয়েছে এবং অর্থ এ হলো যে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল হবেন, যাঁর প্রতি তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে। যখন সেই রসূল হিসাব গ্রহণের স্থানে আসবেন, আর মু'মিন ও কাফিরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হবে। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, আর কাফিরগণ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে।

টীকা-১২৩. শানে নুযূলঃ যখন আয়াত إِمَّا نُرِيَنَّكَ-এর মধ্যে শাস্তির হুমকি দেয়া হলো, তখন কাফিরগণ গোঁড়ামীবশতঃ এ কথা বললো যে, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যে শাস্তিরই আপনি হুমকি দিচ্ছেন, সেটা কবে আসবে? এতে বিলম্ব কিসের? সেই শাস্তিকে শীঘ্রই নিয়ে আসুন!" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. আপনি বলুন, 'আমি নিজের ভাল-মন্দের (সত্তাগতভাবে) ক্ষমতা রাখিনা, কিন্তু যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (১২৪)।' প্রত্যেক দলের একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে (১২৫); যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন একটা মুহূর্ত না পেছনে হটবে, না সামনে বাড়বে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫০. আপনি বলুন, 'হাঁ, বলোতো, 'যদি তাঁর শাস্তি (১২৬) তোমাদের উপর রাতে এসে পড়ে (১২৭) অথবা দিনের বেলায় (১২৮), তবে তাতে সে কোন্ বস্তু রয়েছে যে, অপরাধীরা তাতে ত্বরান্বিত করতে চায়?'

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. তবে কি যখন (১২৯) ঘটে যাবে তখনই সেটা বিশ্বাস করবে (১৩০)? এখনই কি মেনে নিচ্ছো? প্রথমে তো (১৩১) এটা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছিলে?

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করো, তোমাদের অন্য কোন প্রতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটাই, যা তোমরা উপার্জন করতে (১৩২)।

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۵۳﴾ ع

৫৩. এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সেটা কি (১৩৩) সত্য?' আপনি বলুন, 'হাঁ। আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় নিশ্চয় সেটা সত্য এবং তোমরা কিছুতেই অক্ষম করতে পারবে না (১৩৪)।'

রুকূ' – ছয়

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং যদি প্রত্যেক অত্যাচারী সত্তা পৃথিবীতে যা কিছু আছে (১৩৫) সবকিছুর মালিক হতো, তবে অবশ্যই সে নিজ সত্তাকে মুক্ত করার জন্য (তা) দিয়ে দিতো (১৩৬) এবং অন্তরে চুপে চুপে লজ্জিত হবে যখন শাস্তি দেখবে; এবং তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে; এবং তাদের উপর যুলুম হবেনা।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. শুনে নাও! 'নিশ্চয় আল্লাহ্রই, যা কিছু আসমানসমূহের মধ্যে রয়েছে এবং যমীনে (১৩৭)।' শুনে নাও! 'নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকের নিকট খবর নেই।'

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

৫৭. হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে (১৩৮)

টীকা-১২৪. অর্থাৎ শত্রুদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা, বন্ধুদেরকে সাহায্য করা ও তাদেরকে বিজয় দান করা– এ সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা দ্বারা হয় এবং আল্লাহ্রই ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে।

টীকা-১২৫. সেটার ধ্বংস ও শাস্তির একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে, তা 'লওহ-ই-মাহফুয'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

টীকা-১২৬. যেটার জন্য তোমরা ত্বরা করছো।

টীকা-১২৭. যখন তোমরা অলস হয়ে শুয়ে পড়ো।

টীকা-১২৮. যখন তোমরা জীবিকা অর্জনের কাজে মগ্ন থাকো।

টীকা-১২৯. সেই শাস্তির তোমাদের উপর অবতারণ

টীকা-১৩০. ঐ সময়ের বিশ্বাস কোন উপকারে আসবেনা এবং বলা হবে,

টীকা-১৩১. অস্বীকার ও ঠাট্টার সুরে

টীকা-১৩২. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেই কর্ম করতে এবং কুফর ও নবীগণকে অস্বীকার করার মধ্যে লিপ্ত থাকতে– সেটারই প্রতিফল।

টীকা-১৩৩. পূনর্জীবিত হওয়া ও শাস্তি, যা অবতীর্ণ হবার সংবাদ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ ঐ শাস্তি তোমাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছবে।

টীকা-১৩৫. ধন-সম্পদ ও প্রোথিত ধনভাণ্ডার

টীকা-১৩৬. এবং ক্বিয়ামতের দিন সেটা নিজ মুক্তির জন্য বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়ে দিতো। কিন্তু এ বিনিময় মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। সমগ্র দুনিয়ার ধন-সম্পদ ব্যয় করেও এখন মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর নয়। যখন ক্বিয়ামতে এ দৃশ্য প্রকাশ পাবে এবং কাফিরদের আশা ভেঙ্গে পড়বে

টীকা-১৩৭. কাজেই, কাফির কোন কিছুরই মালিক নয়, বরং তারা নিজেরাও আল্লাহ্র মালিকানাধীন; তাদের পক্ষে বিনিময় মূল্য দেয়াই সম্ভবপর নয়।

টীকা-১৩৮. এ আয়াতের মধ্যে ক্বোরআন করীম আসা, তা সদুপদেশ, রোগমুক্তি,

হিদায়ত এবং রহমত হওয়ার বিবরণ রয়েছে যে, এ কিতাব ঐসব মহা উপকারের পরিপূর্ণ ধারক। 'সদুপদেশ' (موعظت)-এর অর্থ হচ্ছে- সেই বস্তু, যা মানুষকে পছন্দনীয় বস্তুর দিকে আহ্বান করে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে। খলীল বলেছেন- 'সদুপদেশ' হচ্ছে সৎ কর্মের উপদেশ দেয়া, যা দ্বারা অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়।

'রোগমুক্তি' (شفاء)-এর অর্থ এ যে, ক্বোরআন পাক অন্তরের রোগগুলোকে দূরীভূত করে। অন্তরের রোগগুলো হচ্ছে- "অসৎ চরিত্রসমূহ, ভ্রান্ত-বিশ্বাস এবং ধ্বংসকারী মূর্খতা।' ক্বোরআন পাক উক্ত সব রোগকে দূরীভূত করে। ক্বোরআন করীমের গুণাবলীর মধ্যে 'হিদায়ত'ও এরশাদ হয়েছে। কেননা, সেটা গোমরাহী থেকে রক্ষা করে আর সত্য পথ দেখায় এবং 'ঈমানদারগণের জন্য রহমত'-এ জন্য এরশাদ করেছেন যে, সে ব্যক্তিরাই এ থেকে উপকার গ্রহণ করে।

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٧

এবং অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হিদায়ত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٥٨

৫৮. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্রই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ (১৩৯)। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝٥٩

৫৯. আপনি বলুন, 'হাঁ, বলোতো, সেটাই, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য 'রিয্ক্ব' অবতারণ করেছেন, তাতে তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম ও হালাল স্থির করে নিয়েছো (১৪০)।' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে সেটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা রচনা করছো (১৪১)?'

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦٠

৬০. এবং কি ধারণা সেসব লোকের, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, ক্বিয়ামতে তাদের কী অবস্থা হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহ করেন (১৪২); কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

রুকূ' - সাত

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ

৬১. এবং আপনি যে কোন কর্মে রত হোন (১৪৩) এবং তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ক্বোরআন পাঠ করুন এবং তোমরা (১৪৪) যে কোন কাজ করো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা সেটা আরম্ভ করো। এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অণু-পরিমাণ কোন

টীকা-১৩৯. ' فرح ' (খুশী)ঃ কোন প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু লাভ করার ফলে অন্তরে যে-ই আনন্দ পাওয়া যায় সেটাকেই ' فرح ' বলা হয়। এর অর্থ এ যে, ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আনন্দিত হওয়া উচিত; যেহেতু তিনি তাদেরকে উপদেশাদি ও অন্তরের রোগমুক্তি, ঈমান সহকারে অন্তরের সুখ ও শান্তি দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান এবং ক্বাতাদাহ্ বলেছেন যে, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' দ্বারা 'ইসলাম' ও 'তাঁর দয়া' দ্বারা ক্বোরআন বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমত এ যে, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' দ্বারা 'ক্বোরআন' এবং 'রহমত' দ্বারা 'হাদীস শরীফগুলো' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪০. যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা 'বহীরাহ্' ও 'সা-ইবাহ্' ইত্যাদি নামের পশুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো।

টীকা-১৪১. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোন বস্তুকে নিজ থেকেই হালাল কিংবা হারাম করা নিষিদ্ধ এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার শামিল। (আল্লাহ্রই আশ্রয়!) আজকাল অনেক লোক এতে লিপ্ত রয়েছে যে, নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে হালাল বলে এবং বৈধ বস্তুগুলোকে হারাম বলে। কেউ কেউ সুদকেও হালাল করার জেদ ধরেছে। কেউ কেউ ফটো তৈরী করাকে, কেউ কেউ খেলা-তামাশাকে, কেউ কেউ নারীদেরকে বাধা-বিঘ্নহীন ও বে-পর্দা করাকে, কেউ কেউ (আমরণ) অনশন ধর্মঘটকে, যা আত্মহত্যারই শামিল, বৈধ মনে করছে ও হালাল সাব্যস্ত করছে। আর কেউ কেউ হালাল বস্তুগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করার জেদ ধরেছে। যেমন মীলাদ মাহফিল, ফাতিহা খানি, গেয়ারভী শরীফ পালন এবং ঈসালে সওয়াবের অন্যান্য ভাল পন্থাসমূহকে। কেউ কেউ মীলাদ শরীফ, ফাতিহা, তোশাহ, শিরনী ও তাবাররুককে, যেগুলো হালাল ও পবিত্র বস্তু, অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে বেড়ায়। এ ধরণের কাজকেই পবিত্র ক্বোরআনে 'আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা রচনা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

টীকা-১৪২. যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করেন।

টীকা-১৪৩. হে মহা সম্মানিত হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-১৪৪. হে মুসলমানগণ!

টীকা-১৪৫. 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা 'লওহ্-ই-মাহফূয' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪৬. ' ولى ' শব্দটা ' ولاء ' থেকে উদ্ভূত; যা 'নৈকট্য' ও 'সাহায্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ولى الله (আল্লাহ্‌র ওলী) হচ্ছেন তিনিই, যিনি ফরয ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে রত থাকেন; আর তাঁর অন্তর আল্লাহ্‌র নূরের পরিচিতির মধ্যে মগ্ন থাকে। তিনি যখন দেখেন, তখন আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণাদিই দেখেন, যখন শুনেন তখন আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোই শুনেন, আর যখন বলেন তখন আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারেই বলেন, যখন নড়াচড়া করেন তখন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যেই নড়াচড়া করেন এবং যখন চেষ্টা করেন তখন এমন বিষয়েই প্রচেষ্টা চালান যা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র স্মরণে ক্লান্ত হননা। আর অন্তরচক্ষু দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও দেখেন না। এ গুণাবলী আউলিয়া কেরামেরই। বান্দা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে তখন আল্লাহ্ই তাঁর অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং সহায়তাকারী হন।

'ইল্‌ম-ই-কালাম' ★ বিশারদগণ বলেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আক্বীদা অকাট্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে পোষণ করেন। আর সৎ কার্যাদি শরীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন।"

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, "বেলায়ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সর্বদা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মশগুল থাকার নাম। যখন বান্দা এ পর্যায়ে পৌঁছে যান তখন তাঁর নিকট আর না কোন কিছুরই ভয় থাকে এবং না কোন বস্তু হারিয়ে ফেলার অনুশোচনা থাকে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই, যাঁকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।" এটা ইমাম তাবারীর বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে যায়দ বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই, যাঁর মধ্যে ঐ গুণ থাকে, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ 'ঈমান' ও 'তাক্বওয়া' উভয়েরই সমাবেশ ঘটে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই, যিনি শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসেন।"

সূরা ঃ ১০ য়ূনুস	৩৯৬	পারা ঃ ১১

বঙ্গানুবাদ	আয়াত
বস্তুও অগোচর নয়– পৃথিবীতে, না আসমানের মধ্যে; এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন বস্তুই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবের মধ্যে নেই (১৪৫)।	فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝
৬২. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ (১৪৬);	اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
৬৩. ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে;	الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝
৬৪. তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে (১৪৭) এবং পরকালে।	لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

মানযিল - ৩

আল্লাহ্‌র ওলীগণের ঐসব গুণ বহু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেছেন, "ওলী তিনিই যিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা কারামতের মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন। অথবা তাঁরাই, যাঁদের হিদায়তের, অকাট্য প্রমাণাদি সহকারেই, আল্লাহ্ যিম্মাদার হন। আর তাঁরা তাঁর (আল্লাহ্) ইবাদতের হক আদায় করার এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য আত্মোৎসর্গ করে থাকেন।

এসব অর্থ ও বর্ণনা যদিও পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মূলতঃ পরস্পর বিরোধ বলতে কিছুই নেই। কেননা, প্রত্যেকটা বর্ণনায় ওলীর একেকটা গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেন, তাঁর মধ্যে এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকে।

বেলায়তের স্তর ও মর্যাদাগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে আপন আপন স্তর অনুসারে মর্যাদা ও সম্মান রাখেন।

টীকা-১৪৭. এ 'সুসংবাদ' দ্বারা হয়ত সেটাই উদ্দেশ্য, যা পরহেযগার ঈমানদারদেরকে ক্বোরআন করীমের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে, অথবা 'উত্তম স্বপ্ন' যা মু'মিনগণ দেখেন; কিংবা তাঁদের জন্য দেখা যায়; যেমন বহু সংখ্যক হাদীসে এসেছে। আর এর কারণ এ যে, ওলীর হৃদয় ও তাঁর আত্মা উভয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকে। সুতরাং স্বপ্ন দেখার সময়ও তাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও মা'রিফাত ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা। এ কারণে, যখন ওলী স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর স্বপ্নও সত্য হয় এবং আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে সুসংবাদই হয়।

কোন কোন তাফসীরকারক উক্ত 'সুসংবাদ' দ্বারা পার্থিব সুনামের অর্থও বুঝিয়েছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করা হলো, "ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি এরশাদ করেন, যে সৎকর্ম করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা বা সুনাম করে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এটা মু'মিনদের জন্য ত্বরিত সুসংবাদই।" ওলামা কেরাম বলেন, "এ 'ত্বরিত সুসংবাদ' আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং সৃষ্টির অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করারই প্রমাণ।" যেমন হাদীস শরীফে এসেছে যে, তাঁকে পৃথিবীতে প্রিয় করে তোলা হয়।

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "ফিরিশ্‌তারা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেন।" হযরত আতার অভিমত হচ্ছে- দুনিয়ার সুসংবাদতো সেটাই,

★ সূরা বাক্বারার টীকা ৫৩৯ দ্রষ্টব্য।

যা ফিরিশ্‌তারা মৃত্যুর সময় শুনান। আর পরকালের সুসংবাদ হচ্ছে– যা মু'মিনকে তার প্রাণ বের করার পরক্ষণে শুনানো হয়। তা হচ্ছে 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'

টীকা-১৪৮. তাঁর ওয়াদার বিপরীত হতে পারেনা, যা তিনি নিজ কিতাবে এবং আপন রসূলগণের ভাষায় আপন ওলীগণ ও আপন আনুগত্যশীল বান্দাদের সাথে করেছেন।

টীকা-১৪৯. এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, অযোগ্য কাফিররা, যারা আপনাকে অস্বীকার করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তমূলক পরামর্শ করছে আপনি সেটার কারণে কোনরূপ দুঃখবোধ করবেন না।

টীকা-১৫০. তিনি যাকে চান সম্মান দান করেন, আর যাকে চান অপমানিত করেন। হে নবীকুল সরদার! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তিনি আপনার সাহায্যকারী। তিনি আপনাকে ও আপনার ওসীলায় আপনার অনুসারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন। যেমন, অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌রই জন্য সম্মান এবং তাঁর রসূলের জন্য ও ঈমানদেরদের জন্য।"

টীকা-১৫১. সবই তাঁর মালিকানাধীন। তাঁরই ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ারের আওতাভূক্ত। আর কোন প্রভূত্বাধীন বস্তু প্রতিপালক হতে পারে না। এ কারণে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুর উপাসনাই বাতিল। এটা 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ)-এর এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

টীকা-১৫২. অর্থাৎ কোন্ প্রমাণের অনুসরণ করছে? অর্থ এ যে, তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই।

টীকা-১৫৩. এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই নিছক ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা তাদের বাতিল উপাস্যগুলোকে খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও নি'মাতের কথা প্রকাশ করছেন।

টীকা-১৫৪. এবং বিশ্রাম করে দিনের ক্লান্তি দূরীভূত করো

টীকা-১৫৫. আলোকময়, যাতে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনাদি ও জীবিকার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করতে পারো;

টীকা-১৫৬. যারা শুনে ও বুঝে যে, যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনিই মা'বূদ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এরপর অংশীবাদীদের একটা উক্তি উল্লেখ করেছেন–

আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পরিবর্তিত হতে পারেনা (১৪৮)। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং আপনি তাদের কথায় দুঃখিত হবেন না (১৪৯)। নিশ্চয় সম্মান সবই আল্লাহ্‌র জন্য (১৫০)। তিনিই শুনেন, জানেন।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

وقف لازم

৬৬. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন যতকিছু আসমানগুলোতে রয়েছে এবং যতকিছু যমীনগুলোর মধ্যে (১৫১); এবং কিসের পেছনে যাচ্ছে (১৫২) ঐসব লোক যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে শরীকরূপে ডাকছে? তারাতো অনুসরণ করছে না, কিন্তু অনুমানের এবং তারাতো নয়, কিন্তু শুধু কল্পনার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে (১৫৩)।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনিই হন যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেটার মধ্যে তোমরা শান্তি পাও (১৫৪) এবং দিন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের চোখ খুলতে (১৫৫); নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য (১৫৬)।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (তারা) বললো, 'আল্লাহ্ নিজের জন্য সন্তানগ্রহণ করেছেন (১৫৭)।' পবিত্রতা তাঁরই। তিনিই অভাবমুক্ত। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (রয়েছে) (১৫৮)। তোমাদের নিকট সেটার কোন সনদই নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে ঐ কথা রচনা করছো যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই নেই?

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

টীকা-১৫৭. কাফিরদের এ উক্তি অতীব গর্হিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতাপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা সেটার খণ্ডন করছেন-

টীকা-১৫৮. এখানে মুশরিকদের উক্ত উক্তির খণ্ডনে তিনটা জবাব দিয়েছেনঃ–

প্রথমতঃ উক্ত উক্তির খণ্ডন سُبْحٰنَهٗ -এর মধ্যেই রয়েছে। এ'তে বলা হয়েছে যে, তাঁরই (আল্লাহ্) পবিত্র সত্তাই সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। তিনি প্রকৃতই একক।

দ্বিতীয়তঃ সেটার খণ্ডন هُوَ الْغَنِيُّ এরশাদ করার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে কারো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই, তাঁর জন্য সন্তান কীভাবে হতে পারে? সন্তান তো হয়ত দুর্বল ব্যক্তিই কামনা করে, যে তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে, অথবা অভাবী লোকই চায়, যে তার নিকট

থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে। অথবা হীন লোকই চায় যে তার দ্বারা সম্মান লাভ করবে। ★ মোট কথা, যেই চায় সে তার প্রয়োজনেই চায়। সুতরাং যিনি ধনী ও অভাবমুক্ত হন তাঁর জন্য সন্তান কিভাবে হতে পারে?

তাছাড়া (وَلَـد) সন্তান (وَالِـد) বা পিতার একটি অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি জনক হবেন তিনি অবশ্যই সংযোজিত সত্তা (مُـرَكَّب) হবেন। সংযোজিত সত্তার জন্য 'সম্ভাবনাময়' (مُـمْـكِن) হওয়া অপরিহার্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক 'সম্ভাবনাময় সত্তা' (مُـمْـكِن) পর মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং সেটা নতুন সৃষ্টি (حَادِث) হতে বাধ্য। একারণে, অভাবহীন চিরস্থায়ী সত্তা (আল্লাহ্ তা'আলা)-এর জন্য সন্তান হওয়া অসম্ভবই হলো।

তৃতীয়তঃ (কাফিরদের উক্ত) উক্তির খণ্ডন لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি তো তাঁরই (আল্লাহ্) মালিকানাধীন। কোন জিনিষ এক সাথে 'মালিকানাধীন' ও 'সন্তান' হতে পারে না। সুতরাং সেগুলোর কোন কিছুই তাঁর (আল্লাহ্) 'সন্তান' হতে পারেনা।

৬৯. আপনি বলুন, 'ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না।'

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. দুনিয়ার মধ্যে কিছু সুখ সম্ভোগ করাই। অতঃপর আমার দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাবো প্রতিফল স্বরূপ তাদের কুফরের।

مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

রুকু' - আট

৭১. এবং তাদেরকে নূহের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান; যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের নিকট দুর্বিষহ হয় আমার দণ্ডায়মান হওয়া (১৫৯) এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া (১৬০), তবে আমি আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করেছি (১৬১)। সুতরাং তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ পাকাপাকি করে নাও। পরে যেন তোমাদের কাজের মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। অতঃপর (তোমাদের পক্ষে) যা সম্ভবপর হয় আমার সম্বন্ধে করে নাও! এবং আমাকে অবকাশ দিওনা (১৬২)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾

৭২. অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (১৬৩), তবে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনি (১৬৪)। আমার পারিশ্রমিক তো নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকটই (১৬৫); আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকি।'

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. সুতরাং তারা তাঁকে (১৬৬) অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাঁকে ও যারা তাঁর সাথে তরণীতে ছিলো তাদেরকে উদ্ধার করেছি; এবং আমি তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি (১৬৭); আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করেছি। সুতরাং দেখো! যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কী হলো?

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

টীকা-১৫৯. এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা

টীকা-১৬০. এবং এ কারণে তোমরা আমাকে শহীদ করার এবং এখান থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করেছো।

টীকা-১৬১. এবং আমার মামলা ঐ একক ও শরীকহীন সত্তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করেছি।

টীকা-১৬২. আমার কোন ভয় নেই। হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর এ উক্তি তাদেরকে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যেই ছিলো (تَعْجِـيْز)। এর মর্মার্থ হচ্ছে এ যে, 'আমার আপন সর্বশক্তিশালী ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে। তোমরা এবং তোমাদের অক্ষম উপাস্য আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।'

টীকা-১৬৩. আমার উপদেশ থেকে,

টীকা-১৬৪. যা পাওয়া না গেলে আমার মনে আফসোস থাকবে।

টীকা-১৬৫. তিনিই আমাকে প্রতিদান দেবেন। মোট কথা আমার ওয়ায-নসীহত একমাত্র আল্লাহ্‌রই (সন্তুষ্টির) জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়।

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে।

টীকা-১৬৭. এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের পর পৃথিবীতে পুনর্বাসিত করেছি;

★ অথবা সন্তান চায় বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য।

৭৪. অনন্তর, এর পরে আরো রসূল (১৬৮) আমি তাদের সম্প্রদায়গুলোর প্রতি প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলো। তবুও তারা এমন ছিলো না যে, ঈমান আনতো সেটার উপর, যেটাকে তারা ইতো পূর্বে অস্বীকার করেছিলো। আমি এভাবেই মোহর করে দিই অবাধ্যদের হৃদয়সমূহের উপর।

৭৫. অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে ফির্‌আউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি আমার নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা অহংকার করেছে এবং তারা অপরাধী লোক ছিলো।

৭৬. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার নিকট থেকে সত্য আসলো (১৬৯), (তখন তারা) বললো, 'এটাতো অবশ্যই সুস্পষ্ট যাদু।'

৭৭. মূসা বললো, 'তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছো যখন তা তোমাদের নিকট আসলো? এটা কি যাদু (১৭০)? এবং যাদুকরেরা সফলকাম হয়না।'

৭৮. (তারা) বললো (১৭১), 'তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছো যে, আমাদেরকে তা (১৭২) থেকে ফিরিয়ে দেবে, যার উপর আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে পেয়েছি এবং পৃথিবীতে তোমরা দু'জনেরই প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে? এবং আমরা তোমাদের উপর ঈমান আনয়নকারী নই।'

৭৯. এবং ফির্‌আউন (১৭৩) বললো, 'প্রত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসলো, তখন তাদেরকে মূসা বললো, 'নিক্ষেপ করো যা তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে (১৭৪)।'

৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, 'এ'যে তোমরা যা এনেছো, তা যাদু (১৭৫)। এখন আল্লাহ্ তা অসার করে দেবেন। আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।'

৮২. এবং আল্লাহ্ তাঁর বাণীসমূহ দ্বারা (১৭৬) সত্যকে সত্য করে দেখান যদিও অপ্রীতিকর মনে করে অপরাধীরা।

রুকূ' - নয়

৮৩. অতঃপর মূসার উপর ঈমান আনেনি কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের বংশধরদের কিছু সংখ্যক লোক (১৭৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ اَسِحْرٌ هٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ

টীকা-১৬৮. হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত লূত ও হযরত শো'আয়ব আলায়হিমুস্ সালাম প্রমুখ।

টীকা-১৬৯. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের মাধ্যমে এবং ফির্‌আউনের অনুসারীরা চিনতে পেরেছিলো যে, এটা সত্য, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। সুতরাং রিপুর অনুসারী হয়ে,

টীকা-১৭০. কখনো নয়।

টীকা-১৭১. ফির্‌আউনের অনুসারীরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে,

টীকা-১৭২. ঐ দ্বীন ও মিল্লাত এবং মূর্তি-পূজা ও ফির্‌আউন-পূজা,

টীকা-১৭৩. এ অবাধ্য ও অহংকারী চেয়েছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মু'জিযার সাথে মুকাবিলা বাতিল দ্বারা করবে আর দুনিয়াবাসীকে এ ভুল ধারণার মধ্যে ফেলতে চাইলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের মু'জিযাদি (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) যাদুর এক শ্রেণী মাত্র। এ কারণে, সে

টীকা-১৭৪. রশি ও কড়িকাঠ ইত্যাদি; এবং যা তোমাদের যাদু করার আছে করো। একথা তিনি এ জন্য বলেছিলেন যেন সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর যাদুর বাহাদুরী যা তাদের দেখানোর ছিলো সেগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়।

টীকা-১৭৫. না আল্লাহ্‌র ঐসব নিদর্শন, যেগুলোকে ফির্‌আউন আপন বে-ঈমানী বশতঃ যাদু বলেছিলো।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ নিজ আদেশ, নিজ ফয়সালা ও নির্দ্ধারণ এবং আপন এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা যে, 'তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে যাদুকরদের উপর বিজয়ী করবেন।'

টীকা-১৭৭. এর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি আপন উম্মতের ঈমান আনার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে দুঃখিত হতেন। তাঁকে শান্তনা দেয়া হয়েছে এ বলে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এতবড় মু'জিযা দেখানো সত্ত্বেও অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান গ্রহণ করেছে। এমনসব অবস্থা পূর্ববর্তী নবীগণ

(আঃ) -এর ঘটে এসেছে। সুতরাং আপনি আপনার উম্মতের বিমুখতার কারণে দুঃখিত হবেন না।

(আয়াতে) من قومه -এর মধ্যে যেই (ه) সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা হয়ত হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, 'সম্প্রদায়ের বংশধরগণ' দ্বারা 'বনী ইস্রাঈল' বুঝাবে, যাঁদের বংশধরগণ মিশরে তাঁর সাথে ছিলো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে– তা দ্বারা ঐসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ফিরআউনের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলো। কেননা, যখন বনী ইস্রাঈলের পুত্র-সন্তানদেরকে ফিরআউনের নির্দেশে হত্যা করা হতো তখনকার সময় বনী ইস্রাঈলের কিছু সংখ্যক নারী, যারা ফিরআউনের গোত্রীয় স্ত্রীলোকদের সাথে কিছুটা সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতো, তারা যখন সন্তান প্রসব করতো, তখন তার প্রাণ নাশের ভয়ে সেই সন্তানকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে দিতো এমনসব সন্তান, যেগুলো ফিরআউনী সম্প্রদায়ের ঘরে লালিত হয়েছিলো, তারা ঐ দিনেই হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসলো, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যাদুকরদের উপর বিজয় দান করেছিলেন।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ সর্বনাম (ه) দ্বারা 'ফিরআউন' বুঝানো হয়েছে। তখন 'সম্প্রদায়ের বংশধর' দ্বারা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের বংশধরদের কথা বুঝাবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তারা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোকই ছিলো, যারা ঈমান এনেছিলো।

টীকা-১৭৮. দ্বীন থেকে

টীকা-১৭৯. যে, বান্দা হয়ে খোদা হবার দাবীদার হয়েছে।

টীকা-১৮০. তিনি আপন আনুগত্যকারীদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা পরিপূর্ণ ঈমানেরই পরিচায়ক।

টীকা-১৮১. অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করবেন না যেন তারা এ ধারণা না করে যে, তারা সত্যের উপর আছে।

টীকা-১৮২. এবং তাদের যুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করো।

টীকা-১৮৩. যাতে ক্বিবলামুখী হও। হযরত মূসা ও হারুন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর ক্বিবলা 'কা'বা শরীফ' ছিলো এবং প্রথমে বনী ইস্রাঈলের প্রতি এটাই নির্দেশ ছিলো যেন তারা ঘরের মধ্যে গোপনে নামায আদায় করে, যাতে তারা ফিরআউনের অনুসারীদের ক্ষতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়।

টীকা-১৮৪. আল্লাহ্‌র সাহায্য ও জান্নাতের।

টীকা-১৮৫. উত্তম পোশাক, উৎকৃষ্ট বিছানা, মূল্যবান অলংকার এবং বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী।

টীকা-১৮৬. কারণ, তারা তোমার নি'মাতসমূহের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দুঃসাহসী হয়ে শরীয়তের নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ করছে। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের এ প্রার্থনা কবূল হলো এবং অমনি ফিরআউনীদের দিরহাম ও দীনার ইত্যাদি পাথরে পরিণত হয়ে গেলো; এমন কি, ফলমূল এবং খাদ্যদ্রব্যও। আর এটাও ঐ নয়টা নিদর্শনের মধ্যে একটা, যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালামকে প্রদান করা

عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۚ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝٨٣

ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে এ ভয় করে যে, কখনো তাদেরকে (১৭৮) বিচ্যুত হবার উপর বাধ্য করবে কিনা এবং নিশ্চয় ফিরআউন যমীনের উপর অহংকারী হয়ে উঠেছিলো এবং নিশ্চয় সে সীমা অতিক্রম করেছে (১৭৯)।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝٨٤

৮৪. এবং মূসা বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাকো তবে তাঁরই উপর নির্ভর করো (১৮০), যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাকো।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٥

৮৫. তারা বললো, 'আমরা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করোনা (১৮১)।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨٦

৮৬. এবং স্বীয় অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কাফিরদের থেকে রক্ষা করো (১৮২)!'

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٧

৮৭. এবং আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যে, 'মিশরে আপন সম্প্রদায়ের জন্য গৃহসমূহ নির্মাণ করো; এবং নিজেদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান করো (১৮৩) এবং নামায কায়েম রাখো; আর মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শুনাও (১৮৪)।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ

৮৮. এবং মূসা আরয করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গকে শোভা (১৮৫) ও সম্পদ পার্থিব জীবনে দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! তা এ জন্য যে, তারা তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করবে। হে প্রতিপালক আমাদের! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও (১৮৬) এবং তাদের হৃদয়

হয়েছিলো।

টীকা-১৮৭. যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ঐসব লোকের ঈমান আনার ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে গেলেন, তখনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে এ দো'আ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাই হলো যে, তারা নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনেনি।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করার দো'আ করা কুফর নয়। (মাদারিক)

টীকা-১৮৮. দো'আর সম্পর্ক হযরত মূসা ও হারূন আলায়হিমাস্ সালাম উভয়ের প্রতি করা হয়েছে; অথচ দো'আ করেছিলেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামই। আর হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম 'আমীন' বলেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যারা 'আমীন' বলে তারাও দো'আকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

মাস্আলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, 'আমীন'ও 'দো'আ'। সুতরাং সেটা নিঃশব্দে বলাটাই উত্তম। (মাদারিক) হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দো'আ এবং সেটা গৃহীত হয়ে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হলো।

اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

কঠোর করে দাও যেন ঈমান না আনে যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে না নেয় (১৮৭)।'

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমরা দু'জনের প্রার্থনা কবূল হয়েছে (১৮৮); সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাকো (১৮৯) এবং অজ্ঞদের পথে চলোনা (১৯০)।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. এবং আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো— অবাধ্যতা ও যুলুমবশতঃ। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে নিমজ্জন পেয়ে বসলো (১৯১), তখন বললো, 'আমি ঈমান এনেছি (এ মর্মে) যে, কোন সত্য উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত, যাঁর উপর বনী-ইস্রাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমান (১৯২)।'

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. 'এখন কি (১৯৩)? এবং পূর্ব থেকে আদেশ অমান্যকারী ছিলে এবং তুমি ফ্যাসাদী ছিলে (১৯৪)।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আজ আমি তোমার লাশ রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও (১৯৫) এবং নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।'

টীকা-১৮৯. ধর্মের প্রতি আহ্বান ও সেটার প্রচারকার্যের উপর।

টীকা-১৯০. যারা দো'আ কবূল হবার পর তা প্রকাশে বিলম্ব হবার রহস্য জানেনা।

টীকা-১৯১ তখন ফিরআউনকে।

টীকা-১৯২. ফিরআউন কবূল হবার আশায় ঈমানের বাক্যগুলো তিন বার আবৃত্তি করেছিলো; কিন্তু তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হলো না। কেননা, ফিরিশ্তাদের এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় সে মাত্র একবারও এ কলেমা বলতো তবুও তার ঈমানগ্রহণ করে নেয়া হতো। কিন্তু সে সময়-সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য তাকে সেটাই বলা হয়েছে যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৯৩. বাধ্য অবস্থায়, যখন নিমজ্জিত হচ্ছিলে এবং জীবনের আশা আর বাকী থাকেনি, তখনই ঈমান আনছো?

টীকা-১৯৪. নিজেও পথভ্রষ্ট ছিলে, অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছিলে। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের নিকট একটা বিষয়ে ফতোয়া তলব করলেন। যার বিষয়বস্তু ছিলো এই, "বাদশাহর কি নির্দেশ, এমন দাসের ক্ষেত্রে যে এক ব্যক্তির সম্পদ ও নি'মাতের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাঁর হককে অস্বীকার করেছে এবং নিজে নিজেই মুনিব হবার দাবী করে বসেছে?" এর জবাবে ফিরআউন লিখেছিলো, "যে দাস আপন মুনিবের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে মুকাবিলা করার জন্য উদ্যত হয়, তার শাস্তি হচ্ছে- তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক।" যখন ফিরআউন নিমজ্জিত হচ্ছিলো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তার ঐ ফতোয়া তার সামনে এনে দেখালেন, সেও এটা দেখে চিনতে পেরেছিলো। (আল্লাহরই পবিত্রতা!)

টীকা-১৯৫. ব্যাখ্যাকারী আলিমগণ বলেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তার অনুসারী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করলেন এবং মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন কোন কোন বনী ইস্রাঈলীর মনে সন্দেহ থেকে গেলো এবং তার দাপট ও ভয় যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তার কারণে তাদের তার ধ্বংস সম্পর্কে বিশ্বাস আসলোনা, আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্র ফিরআউনের লাশকে সমুদ্র-তীরে নিক্ষেপ করলো। বনী ইস্রাঈল তাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো।

রুকূ' – দশ

৯৩. এবং নিশ্চয় আমি বনী ইস্রাঈলকে সম্মানের স্থান দিয়েছি (১৯৬) এবং তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছি; অতঃপর (তারা) বিভেদের মধ্যে পড়েনি (১৯৭) কিন্তু জ্ঞান আসার পর (১৯৮); নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা ঝগড়া করতো (১৯৯)।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ
وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا
حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪. এবং হে শ্রোতা! যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে তাতে, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি(২০০), তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, যারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করতো (২০১); নিশ্চয়, তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য এসেছে (২০২)। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫. এবং অবশ্যই তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করেছে, যাতে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে (২০৩), ঈমান আনবে না;

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. যদিও সব নিদর্শন তাদের নিকট আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত (তারা) বেদনাদায়ক শাস্তি দেখবে না (২০৪)।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৮. তবে এমন কোন জনপদ (২০৫) নেই

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ

টীকা-১৯৬. 'সম্মানের স্থান' দ্বারা হয়ত মিশর রাজ্য এবং ফিরআউন ও ফিরআউনের অনুসারীদের মালিকানাধীন স্থানসমূহ বুঝায় অথবা সিরিয়া ভূমি, বায়তুল মুক্বাদ্দাস এবং জর্দান, যেগুলো অতীব শষ্য-শ্যামলা, অতি উর্বর শহর।

টীকা-১৯৭. বনী ইস্রাঈল, যাদের সাথে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো;

টীকা-১৯৮. 'জ্ঞান' দ্বারা এখানে হয়ত তাওরীত বুঝানো হয়েছে, যার অর্থের ক্ষেত্রে ইহুদীরা পরস্পর বিভেদ করতো, অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কথা বুঝানো হয়েছে যে, এর পূর্বে তো ইহুদীরা সবাই তাঁকে (দঃ) স্বীকার করতো এবং তাঁর নবূয়তের ক্ষেত্রে একমত ছিলো আর তাওরীতের মধ্যে তাঁর (দঃ) যত গুণাবলী উল্লেখিত ছিলো, সবই মান্য করতো, কিন্তু তাঁর শুভাগমনের পর মতবিরোধ করতে থাকে; কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে, আর কিছু সংখ্যক লোক হিংসা ও শত্রুতাবশতঃ কুফর করেছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'জ্ঞান' দ্বারা 'ক্বোরআন করীম' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯৯. এভাবে যে, হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনার উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আপনাকে অস্বীকারকারীদেরকে দোযখে শাস্তি দেবেন।

টীকা-২০০. আপন রসূল, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে,

টীকা-২০১. অর্থাৎ আহলে কিতাবের আলিমগণকে, যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা; যাতে তাঁরা তোমাকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের প্রতি আস্থাশীল করেন এবং তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী, তাওরীতে যার উল্লেখ রয়েছে, তা শুনিয়ে সন্দেহ দূরীভূত করেন।

বিশেষদ্রষ্টব্যঃ شَكّ -এর সংজ্ঞা হচ্ছে- মানুষের নিকট কোন বিষয়ের উভয় দিক সমান হওয়া- চাই তা এভাবে হোক যে, উভয় দিকের সমান আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, অথবা এভাবে যে, কোন দিকেরই কোন আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না।

বিশারদদের মতে ' شَكّ ' (সন্দেহ) অজ্ঞতার বিভিন্ন শ্রেণীর এক শ্রেণী। ' جَهْل ' (অজ্ঞতা) ও شَكّ (সন্দেহ) -এর মধ্যে ' عام وخاص مطلق '-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের সন্দেহ 'অজ্ঞতা'-ই, কিন্তু প্রত্যেক ' جَهْل ' (অজ্ঞতা) সন্দেহ (شَكّ) নয়।

টীকা-২০২. যা অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দ্বারা এতই সুস্পষ্ট যে, তার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (খাযিন)

টীকা-২০৩. অর্থাৎ ঐ বাক্য তাদের উপর অনিবার্য সাব্যস্ত হয়ে গেলো যা 'লওহ্-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেটা সম্পর্কে ফিরিশ্‌তারা সংবাদ দিয়েছেন যে, এসব লোক কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তারা

টীকা-২০৪. এবং ঐ মুহূর্তের ঈমান উপকারী নয়।

টীকা-২০৫. ঐসব জনপদের মধ্য থেকে, যেগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি,

آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

(যারা আমার আযাব দেখে) ঈমান এনেছে (২০৬) অতঃপর সেই ঈমান তাদের কাজে এসেছে, কিন্তু একমাত্র য়ূনুসের সম্প্রদায়। যখন (তারা) ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি পার্থিব জীবনে অপসারিত করে দিয়েছি এবং একটা নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি (২০৭)।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

৯৯. এবং যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যতই রয়েছে সবই ঈমান নিয়ে আসতো (২০৮); তবে কি আপনি জনগণকে জবরদস্তী করবেন এ পর্যন্ত যে, তারা মুসলমান হয়ে যাবে (২০৯)?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. এবং কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই যে, ঈমান নিয়ে আসবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে (২১০)। আর শাস্তি তাদের উপর আপতিত করেন, যাদের বিবেক নেই।

টীকা-২০৬. এবং নিষ্ঠার সাথে 'তাওবা' করতো, শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (মাদারিক)

টীকা-২০৭. হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা এ যে, 'মসূল' অঞ্চলে অবস্থিত 'নীনওয়া'য় এসব লোক বসবাস করতো এবং কুফর ও শির্কের মধ্যে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত য়ূনুস আলায়হিস সালামকে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিহার করার এবং ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। ঐসব লোক অস্বীকৃতি জানালো। হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে অস্বীকার করলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে শাস্তি অবতীর্ণ হবার সংবাদ দিলেন। ঐসব লোক পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলো– হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালাম তো কখনো কোন কথা ভুল বলেন নি। দেখো, যদি তিনি রাতে এখানে থাকেন, তবে তো কোন আশংকা নেই। যদি তিনি রাতে এখানে না থাকেন, তবে একথা বুঝে নেয়া উচিৎ হবে যে, শাস্তি আসবেই।

রাতে হযরত য়ূনুস আলায়হিস সালাম সেখান থেকে (অন্যত্র) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ভোরে শাস্তির চিহ্ন প্রকাশ পেলো। আকাশে কালো ভয়ানক মেঘমালা আসলো। আর প্রচুর পরিমাণ ধূঁয়া একত্রিত হলো। সমগ্র শহরের উপর তা ছেয়ে গেলো। এটা দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, শাস্তি আসবেই। তখন তারা হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালামকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেলোনা। তখন তাদের মনে আশংকা আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো। অতঃপর তারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র ও পালিত পশু সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো। মোটা কাপড় পরিধান করলো এবং 'তাওবা' ও 'ইসলাম' ঘোষণা করলো। স্বামী থেকে স্ত্রী এবং মা থেকে সন্তান পৃথক হয়ে গেলো। আর সবাই আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলো এবং বললো, "হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালাম যা নিয়ে এসেছেন, সেটার উপর আমরা ঈমান আনলাম এবং সত্য তাওবা করলাম।" যা যুলুম অত্যাচার তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিলো সে সবইত্যাগ করলো। অপরের সম্পদ ফিরিয়ে দিলো। এমন কি যদি একটা পাথর অপরের কোন ভিত্তিতে লেগে গিয়ে থাকে তবে ভিত্তি উপড়িয়ে পাথর বের করে নিলো এবং ফিরিয়ে দিলো; আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিষ্ঠার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বিশ্ব প্রতিপালক তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। প্রার্থনা কবূল করলেন। শাস্তি তুলে নেয়া হলো।

এখানে এ প্রশ্ন জাগে যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবার পর ফিরআউনের ঈমান ও তাওবা কবূল হয়নি, তখন হযরত য়ূনুস আলায়হিস সালামের সম্প্রদায়ের তাওবা কবূল করার ও শাস্তি তুলে নেয়ার মধ্যে কি রহস্য (হিকমত) নিহিত রয়েছে? ওলামা কেরাম-এর কতিপয় জবাব দিয়েছেন। যথাঃ-

(এক) এটা বিশেষ করুণাই ছিলো হযরত য়ূনুস আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের প্রতি।

(দুই) ফিরআউন শাস্তিতে আক্রান্ত হবার পরেই ঈমান এনেছিলো; যখন জীবনের আর কোন আশাই বাকী থাকেনি। আর হযরত য়ূনুস (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি যখন নিকটবর্তী হয়েছিলো তখন শাস্তিতে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তারা ঈমান নিয়ে এসেছিলো। আল্লাহ্ অন্তরসমূহের খবর জানেন। নিষ্ঠাবানদের নিষ্ঠার জ্ঞান তাঁরই নিকট রয়েছে।

টীকা-২০৮. অর্থাৎ ঈমান আনা আদি ও অনন্ত সৌভাগ্যের (سعادت ازلی) উপরই নির্ভরশীল। ঈমান তারাই আনবে যাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য সহায়ক হবে। এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শান্তনা রয়েছে এভাবে যে, আপনি চান যে, সবাই ঈমান নিয়ে আসুক। আর সঠিক পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদের জন্য আপনার দুঃখ হয়। এর জন্য আপনার দুঃখ না হওয়া চাই। কেননা, যে ব্যক্তি আদি ও অনন্তকাল থেকে হতভাগা, সে ঈমান আনবে না।

টীকা-২০৯. এবং ঈমানের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি হতে পারে না। কেননা, ঈমান গঠিত হয় অন্তরের দৃঢ়-বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারুক্তি দ্বারা, কিন্তু জবরদস্তি ও বাধ্য করার ফলে অন্তরের বিশ্বাস অর্জিত হয়না।

টীকা-২১০. তাঁরই ইচ্ছায়।

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'দেখো (২১১), আস্‌মানসমূহ ও যমীনের মধ্যে কী রয়েছে (২১২); এবং নিদর্শনসমূহ ও রসূল তাদেরকে কিছুই দেয়না, যাদের অদৃষ্টে ঈমান নেই।'

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২. অতঃপর, তাদের কিসের প্রতীক্ষা রয়েছে? কিন্তু ঐসব লোকেরই দিনগুলোর মতো, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে (২১৩)। আপনি বলুন, 'সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রয়েছি (২১৪)।'

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর আমি আমার রসূলগণ ও ঈমানদারগণকে উদ্ধার করবো। কথা হলো এই- আমার করুণার দায়িত্বের উপর অধিকার রয়েছে মুসলমানদের উদ্ধার করা।

রুকূ' - এগার

قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَفّٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আপনি বলুন, 'হে মানবকুল, যদি তোমরা আমার দ্বীনের দিক দিয়ে কোন সংশয়ের মধ্যে থাকো, তবে আমি তো সেগুলোর ইবাদত করবো না, যে গুলোর তোমরা পূজা করছো (২১৫) আল্লাহ্‌ ব্যতীত। হাঁ (আমি) ঐ আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ বের করবেন (২১৬); আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হই।'

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং এ যে, 'আপন চেহারা দ্বীনের জন্য সোজা রাখো অন্যসব থেকে পৃথক হয়ে (২১৭) এবং কখনো মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।'

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেটার বন্দেগী করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, না অপকার; অতঃপর, যদি এমন করো তবে তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'এবং আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে সেটাকে মোচনকারী কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর যদি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিহত করার কেউ নেই (২১৮)। তাকেই প্রদান করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে চান। এবং তিনিই হন ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আপনি বলুন, 'হে লোকেরা! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য এসেছে (২১৯)। সুতরাং যে সরল পথে এসেছে সে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই সৎপথে এসেছে (২২০); আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (২২১) এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই (২২২)।'

টীকা-২১১. অন্তর-চক্ষু দ্বারা আরো গভীরভাবে চিন্তা করো যে,

টীকা-২১২. যা আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্বের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-২১৩. যেমন নূহ, আদ, সামূদ প্রমূখ সম্প্রদায়।

টীকা-২১৪. তোমাদের ধ্বংস ও শাস্তির। রবী' ইবনে আনাস বলেন যে, শাস্তির ভয় দেখানোর পর পরবর্তী আয়াতে একথা বর্ণনা করেন যে, যখন শাস্তি আপতিত হয় তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রসূল ও তাঁদের সাথে ঈমানদারগণকেও মুক্তি দান করে থাকেন।

টীকা-২১৫. কেননা, সেগুলো তো সৃষ্টিই; ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

টীকা-২১৬. কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান স্বাধীন উপাস্য, সত্য এবং ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-২১৭. অর্থাৎ নিষ্ঠাবান মুমিন হও

টীকা-২১৮. তিনিই উপকার ও অপকারের মালিক। সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি প্রয়োজনানুসারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রার্থনা ছাড়াই আপন করুণায় দাতা (جود وکرم والا)। বান্দাদের উচিত তাঁরই প্রতি আগ্রহ রাখা, তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁরই উপর ভরসা ও নির্ভর করা। আর উপকার ও অপকার যা কিছু আছে সবই-

টীকা-২১৯. 'সত্য' দ্বারা এখানে 'ক্বোরআন' বুঝায় অথবা ইসলাম, কিংবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২২০. কেননা, তার উপকার সেই উপভোগ করবে;

টীকা-২২১. কেননা, সেটার অপকার তারই উপর বর্তাবে।

টীকা-২২২. যে, তোমাদের উপর জবরদস্তি করবো।

টীকা-২২৩. কাফিরদের অস্বীকার করা ও তাদের নির্যাতনের উপর।

টীকা-২২৪. মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে 'জিয্য়া' গ্রহণ করার।

টীকা-২২৫. কারণ, তাঁর নির্দেশের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই এবং তিনি বান্দাদের রহস্যাদি ও গোপন অবস্থাদি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন। তাঁর মীমাংসায় কোন প্রমাণ বা সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। ★

****

টীকা-১. 'সূরা হূদ' মক্কী। হাসান ও ইকরামা প্রমূখ তাফসীরকারক বলেছেন যে, আয়াত — وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ — (এবং নামায কায়েম করো দিনের দু'অংশে) ব্যতীত বাকী সমগ্র সূরাটাই মক্কী। হযরত মুক্বাতিল বলেন, আয়াত — فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ — এবং اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ এবং اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ব্যতীত সমগ্র সূরা মক্কী।

এতে ১০টি রুকূ', ১২৩টি আয়াত, ১৬০০টি পদ এবং ৯,৫৬৭টি বর্ণ আছে।

১০৯. এবং সেটার উপরই চলুন যা আপনার প্রতি ওহী হয় এবং ধৈর্য ধারণ করুন (২২৩) এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ (অন্য) নির্দেশ দেবেন (২২৪) এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম নির্দেশদাতা (২২৫)।★

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হূদ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১২৩ রুকূ'-১০

রুকূ' – এক

১. আলিফ-লাম-রা।

এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বাস্তবজ্ঞানে পরিপূর্ণ (২); অতঃপর সুবিন্যস্ত করা হয়েছে (৩) প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে;

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾

২. যে, ইবাদত করোনা কিন্তু আল্লাহ্‌রই। নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের জন্য তাঁরই পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হই।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٢﴾

৩. এবং এ যে, আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি তাওবা

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীরা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! আপনার পবিত্র সত্তায় বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে।" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "আমাকে 'সূরা হূদ' সূরা 'ওয়াক্বি'আহ', 'সূরা 'আম্মা ইয়াতাসা-আলূন' এবং সূরা 'ইযাশ্ শামসু কুওভিরাত' বৃদ্ধ করে ফেলেছে (তিরমিযী)।

খুব সম্ভব এটা এ কারণেই এরশাদ করেছেন যে, উক্ত সব সূরায় ক্বিয়ামত, পুনরায় জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও দোযখের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-২. যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ; কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'হিকমত' (حكمت) এর অর্থ হচ্ছে- সেগুলোর 'বাচনভঙ্গী'কে (نظم) 'মুহ্কাম' ★ ও মজবুত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের এ অর্থ হবে- 'এ গুলোর মধ্যে কোন প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও ভুলত্রুটি স্থান পেতে পারেনা; বরং সেগুলো মৌলিকভাবেই মজবুত।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, কোন কিতাবই সেগুলোর রহিতকারী নেই; যেমন এটা অন্যান্য কিতাব ও শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে।

টীকা-৩. এবং সূরা সূরা, আয়াত আয়াত এবং পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; অথবা আলাদা আলাদাভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, কিংবা 'আক্বীদাসমূহ', বিধি-বিধান, উপদেশাবলী, ঘটনাবলী এবং অদৃশ্য-সংবাদসমূহ সেগুলোর মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

★ 'সূরা য়ূনুস' সমাপ্ত।

★★ মুহ্কাম (محكم) হচ্ছে- ঐ আয়াত, যার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যার মধ্যে একাধিক অর্থের অবকাশ নেই। যাতে রহিতকরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধনেরও সম্ভাবনা নেই।

টীকা-৪. দীর্ঘায়ু, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এবং প্রচুর জীবিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিষ্ঠার সাথে তাওবা ও ইস্তিগফার করা দীর্ঘায়ু ও প্রচুর রিয্‌ক্ব প্রাপ্তির জন্য এক উত্তম আমল।

টীকা-৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে উত্তম কাজ করেছে এবং তার ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকার্যাদি বেশী হয়।

টীকা-৬. তাকে জান্নাতের মধ্যে তার আমল অনুসারে মর্যাদা প্রদান করবেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে এ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যতের জন্যও তাকে সৎকর্ম ও ইবাদতানুসারে শক্তি-সাহায্য প্রদান করবেন।

টীকা-৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন

সূরাঃ ১১ হূদ ৪০৬ পারাঃ ১১

يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن
تَوَلَّوْا فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝٣

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝٤

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا
مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ
إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٥

করো। তিনি তোমাদেরকে অতি উত্তম সামগ্রী উপভোগ করতে দেবেন (৪) একটা নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত; এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানের নিকট (৫) তাঁর অনুগ্রহ পৌঁছাবেন (৬)। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের (৭) শাস্তির আশংকা করছি।

৪. তোমাদেরকে আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৮); এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল (৯)।

৫. শুনো! তারা আপন বক্ষকে দ্বিভাঁজ করে (এ জন্য যে,) আল্লাহ্‌র নিকট গোপন করবে (১০)। শুনো! যখন তারা আপন বস্ত্র দ্বারা সমগ্র শরীর আচ্ছাদিত করে নেয়, তখনও আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। নিশ্চয়, তিনি অন্তরসমূহের কথা সম্পর্কে জ্ঞাত। ★

মানযিল - ৩

টীকা-৮. পরকালে। সেখানে সৎকার্যাদি ও অসৎকার্যাদির যথাক্রমে, প্রতিদান ও শাস্তি পাওয়া যাবে।

টীকা-৯. পৃথিবীতে জীবিকা দানের উপরও, মৃত্যু প্রদানের উপরও, মৃত্যুর পর জীবিত করা এবং প্রতিদান ও শাস্তি প্রদানের উপরও।

টীকা-১০. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেছেন, "এ আয়াত আখনাস্ ইবনে শুরায়ক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অত্যন্ত মিষ্টভাষী লোক ছিলো। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলে অতিমাত্রায় তোষামোদপূর্ণ কথা বলতো। কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা গোপন করতো। এর প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, তারা আপন অন্তরে শত্রুতা গোপন করে রাখে, যেমনিভাবে কাপড়ের ভাঁজের ভিতর কোন বস্তুকে গোপন রাখা হয়। অপর এক অভিমত হচ্ছে- কোন কোন মুনাফিকের এ অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখীন হতো, তখন বুক ও পিঠ ঝুঁকিয়ে নিতো এবং মাথানত করে নিতো। চেহারাকে গোপন করতো যাতে তাদেরকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখতে না পান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'ইফরাদ' নামক কিতাবে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী-সহবাস করার সময় আপন শরীর বস্ত্রহীন করতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে (আর এরশাদ হয়েছে) যে, আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার কোন অবস্থাই গোপন নেই। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন শরীয়তের অনুমতি মো'তাবেক কাজ করতে থাকে। ★

★ একাদশ পারা সমাপ্ত।